শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ গুণাবলী

শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতা

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গুণাবলী

[শ্রীকৃষ্ণস্য ৬৪-গুণাঃ। শ্রীমতী রাধিকায়াঃ ২৫-গুণাঃ]

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক-

শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতা

প্রথম-সংস্করণম্

৪৮৫-শ্রীগৌরাব্দীয়-চন্দনযাত্রা-প্রারম্ভ-বাসরে

প্রভুপাদ-শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-

ঠক্কুরানুকম্পিতেন

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা শ্রীভক্তিকুসুমশ্রমণেন

শ্রীমায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্যমঠতঃ সানুবাদং প্রকাশিতম্

কলিকাতা-মহানগর্য্যাং '২৯এ/১-চেৎলা-সেণ্ট্রাল্-রোড'স্থ-

সারস্বতপ্রেসাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীভক্তজন-

ব্রহ্মচারি-সেবাভূষণেন মুদ্রিতম্।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য-রিসার্চ-ইন্‌ষ্টিটিউট্

৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

ফোন : ৪৭-০৭২৯

ভিক্ষা—১'২৫ মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

যঃ প্রভুর্দর্শয়ামাস নিজৌদার্যকৃপাবধিম্।
সঞ্চার্য্য করুণাং দীনে হীনেঽস্মিন্ পামরেঽধমে ॥
তস্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভোর্গুরোঃ।
সুদুর্লভ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

সরস্বত্যন্বয়ং বন্দে শ্রীমন্তং করুণার্ণবম্।
ভক্তিবিলাসতীর্থাখ্যং সন্ন্যাসগুরুদৈবতম্ ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

নির্মৎসর জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের তাপত্রয়োন্মূলনকারী প্রেমানন্দপ্রদ ভাগবতধর্মের আশ্রয়ে ভগবদ্ভজনেই মাত্র প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন

সার্থকতা-মণ্ডিত হয়। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার ভজন সম্ভবপর নহে। কি প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০-২১)

—হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্য-জ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), সর্ববিধ তপস্যা এবং ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদির দ্বারা আমি সেরূপ বশীভূত হই না। সাধুদিগের প্রিয় **আমি অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্য হই।** ভক্তিই মন্নিষ্ঠ চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সহজ ভাষায় বলা হইয়াছে—

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥
* শাস্ত্র কহে—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

ভক্তির সংজ্ঞায় শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার অনুবাদ—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণ সেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি পথে) উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম তত্তৎ স্বরূপে থাকিতে পারে না (অর্থাৎ 'ব্রহ্মে লয়' বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূল কর্ম ভক্তিতে স্থান পায় না।) এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবনযাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্'—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণসেবা।

শ্রীরূপশিক্ষায় আমরা দেখিতে পাই জীবসকল স্ব-স্ব-কর্মসূত্রে ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির ভক্তিলাভোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যের উদয় হয়, তখন গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রাপ্ত হইয়া মালিস্বরূপে নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপন করেন, অতঃপর বীজ অঙ্কুরিত হইতে হইতে তাহাতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্তন-রূপ জল সেচন করেন। তাহাতে ভক্তিলতার উৎপত্তি হয় এবং লতাটী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমশঃ সেই লতা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। লতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলক-বৃন্দাবন পর্যন্ত গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষের

আশ্রয় লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই প্রেমফল ফলিয়া থাকে।

এই জলসেচন-সময়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণবা-পরাধরূপ মত্ত-হস্তী যেন লতাটি বিনষ্ট না করে। আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখা যেন হৃদয়-ক্ষেত্রে স্থান না পায়; কারণ উহাদের উদয়ে ভক্তিলতা আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ নহে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ; এই পরম পুরুষার্থের নিকটে চতুর্বর্গ তৃণতুল্য অর্থাৎ অতীব তুচ্ছ।

ভক্তির বিরোধী ভাবসকল হইতে সাবধান করিবার জন্য আচার্যগণ অতন্নিরসন করিয়াছেন। অদৈব মতবাদসমূহের জ্ঞান হইলেই ভজন হইবে না। ঐ জ্ঞান ভক্তিলতার সংরক্ষণ-নিমিত্ত মাত্র; কিন্তু 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্'ই ভজন। এই বিষয়টি জ্ঞাপন করিয়া আমাদের শ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের নবম বর্ষে লিখিয়াছেন—"অতন্নিরসন বা অনুকূলগ্রহণেই মাত্র থাক্‌লে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হ'তে পারব না। অনুকূলগ্রহণমাত্র হ'লেই হ'বে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই। অনুকূল-ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তর সুবিধা হবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হ'লে কৃষ্ণ হ'তে অনেক দূরে থাক্‌তে হবে। রূপের জন্য যাঁদের লৌল্য জন্মেছে—যাঁরা সৌন্দর্যপিপাসু, তাঁরাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যেতে পারবেন। আমি প্রাকৃত সৌন্দর্যের কথা বল্‌ছি না; শ্রীরূপের আনুগত্যই যাঁদের সকল আশা ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁদের ভজন পূজন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁদের একমাত্র

লালসা, সেই রূপ-পিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝতে পারেন।"

"আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"ই আমাদের ভজন। কৃষ্ণানুশীলন বলিতে—শ্রীকৃষ্ণের নামানুশীলন, রূপানুশীলন, গুণানুশীলন, পরিকরানুশীলন ও লীলানুশীলন বুঝায়। বেদাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে ভগবন্নামমাহাত্ম্য কীর্তিত আছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

এই শ্লোক এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণের—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

শ্লোকে শ্রীনামমাহাত্ম্য যেরূপ সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

শ্রীচৈতন্যচরণকমলমধুপ পূজ্যপাদ গৌড়ীয় গোস্বামিগণের লেখনী সঞ্জাত ভগবদ্-রূপ-গুণ-লীলার চমৎকারিতা অন্যত্র দুর্লভ। আমরা এই গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ এবং তৎকৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' হইতে শ্রীমতী রাধিকার ২৫ গুণ উদ্ধৃত করিয়া তদনুশীলনের যত্ন করিয়াছি। শ্রীল গোস্বামিপাদ প্রত্যেকটি গুণের ব্যাখ্যা করিয়া উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক অনুশীলনের

অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পাদপদ্মে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণতি বিধানপূর্বক তাঁহার অবদান গ্রহণে যাহাতে যোগ্য হইতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার পাদপদ্মেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমান্ ভক্তজন ব্রহ্মচারী সেবাভূষণের প্রচেষ্টায় গ্রন্থখানি সত্বর মুদ্রিত হইল। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই কার্যে তাঁহার যে অনুশীলন হইল, তাহা নিশ্চয়ই ভজন বিষয়ে তাঁহার পরম সম্পৎ। যাঁহারা মুদ্রণব্যপদেশে ও প্রুফসংশোধনাদি কার্যে গোস্বামিগ্রন্থের অনুশীলন করেন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই কার্য করিলে নিশ্চয়ই তাঁদের জীবন ধন্য হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণধূলি আমার মস্তকের ভূষণ হউক।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ।

শুদ্ধভক্তচরণরজঃপ্রার্থী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ।**

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ গুণাবলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণাকর্ষী ২৫ গুণ-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ

অনাদি সর্বাদি সর্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যশোদানন্দন নন্দতুলাল শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজির সংখ্যা করা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর মৃত্তিকা ও হিমকণসমূহের এবং নক্ষত্ররাজির কিরণমালা গণন সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণগণ গণনার অতীত। শ্রীশ্যাম-সুন্দরের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে প্রেমিকভক্তের দর্শনে চতুঃষষ্টি গুণ বিশেষভাবে লক্ষিত। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে বিভাব-লহরীতে এই সকল গুণ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ॥

প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ॥

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥

সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্য-মধুরপ্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্ধ্ব রূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ॥

লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্বসল্লক্ষণান্বিত, ৩। রুচির, ৪। তেজস্বী, ৫। বলীয়ান্, ৬। বয়সান্বিত, ৭। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়ম্বদ, ১০। বাবদূক, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভান্বিত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রচক্ষু, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দান্ত, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্। ২৮। সম, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মান্যমানকৃৎ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। হ্রীমান্, ৩৭। শরণাগত-পালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তসুহৃৎ, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্বশুভকর, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্তিমান্, ৪৪। রক্তলোক, ৪৫। সাধুসমাশ্রয়, ৪৬। নারীগণ-মনোহারী, ৪৭। সর্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। বরীয়ান্, ৫০। ঈশ্বর, ৫১। সর্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, ৫২। সর্বজ্ঞ, ৫৩। নিত্যনূতন, ৫৪। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, ৫৫। সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত (বশকারী), ৫৬। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, ৫৭। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, ৫৮। সর্বাবতারবীজ, ৫৯। হতশত্রু-সুগতিদায়ক, ৬০। আত্মারামগণাকর্ষী, ৬১। সর্ব লোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলবারিধি (লীলামাধুরী), ৬২। শৃঙ্গাররসে অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলযুক্ত (প্রেমমাধুরী), ৬৩। ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষিমুরলীর কীর্তনকারী (বেণুমাধুরী), ৬৪। যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া থাকেন এবম্বিধ সৌন্দর্যশালী (রূপমাধুরী)।

উক্ত ৬৪ গুণের মধ্যে প্রথম ৫০টি গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে সর্বজীবে, কিছু অধিকরূপে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতায় এবং পরিপূর্ণরূপে নারায়ণে ও

শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। ৫১—৫৫ সংখ্যক গুণ পাঁচটী সাধারণ জীবে নাই, আংশিকরূপে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতায় এবং পূর্ণরূপে শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে আছে। ৫৬—৬০ সংখ্যক গুণপঞ্চক শিবাদি দেবতায় নাই, পরিপূর্ণরূপে শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। ৬১—৬৪ সংখ্যক শেষ চারিটী গুণ নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই; তাহারা মাত্র স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান উক্ত ৬৪ গুণ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসরণে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১। **শ্রীকৃষ্ণ—সুরম্যাঙ্গ।** প্রশংসনীয় অঙ্গসন্নিবেশকে সুরম্যাঙ্গ বলা হয়। যথা—মুখং চন্দ্রাকারং করভনিভমূরুদ্বয়মিদং, ভুজৌ স্তম্ভারম্ভৌ সরসিজবরেণ্যং করযুগম্। কবাটাভং বক্ষঃস্থলমবিরলং শ্রোণিফলকং, পরিক্ষামো মধ্যঃ স্ফুরতি মুরহন্তুর্মধুরিমা ॥—মুরারি শ্রীকৃষ্ণের বদন চন্দ্রসদৃশ, উরুদ্বয় হস্তি-শাবকের উরু-সদৃশ, ভুজদ্বয় স্তম্ভতুল্য, হস্তদ্বয় কমল-বরেণ্য অর্থাৎ কমনীয়তা ও সৌন্দর্যে কমলবিজয়ী, বক্ষঃস্থল কবাটতুল্য বিস্তীর্ণ, নিতম্বদেশ স্থূল অথচ নিবিড় এবং মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ; সুতরাং তাঁহার শ্রীঅঙ্গসমূহের কি আশ্চর্য মধুরিমাই না প্রকাশ পাইতেছে।

২। **শ্রীকৃষ্ণ—সর্বসল্লক্ষণান্বিত।** অঙ্গে গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থভেদে দুই প্রকার সল্লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে (ক) গুণোত্থ—শরীরের স্থলবিশেষে রক্ততা ও উচ্চতা প্রভৃতিতে গুণোত্থ ৩২টী সল্লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্স্বপি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা। বিস্তারস্ত্রিষু খর্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতা চ ত্রিষু॥ দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা। দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে॥

[গোপরাজ নন্দকে তাঁহার কোন সমবয়স্ক ব্যক্তি বলিতেছেন—] "হে সখে! তোমার এই শিশুতনয়ের (চক্ষু, পাদ, হস্ত, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই) সাত অঙ্গে রক্তিমা, (বক্ষঃ স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই) ছয় অঙ্গে উচ্চতা, (কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই) তিন অঙ্গে বিস্তার, (গ্রীবা, জঙ্ঘা ও শিশ্ন এই) তিন অঙ্গে খর্বতা, (নাভি, স্বর ও সত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি এই) তিনটিতে গম্ভীরতা, (নাসা, ভুজ, নেত্র, হনূ অর্থাৎ চোয়াল ও জানু এই) পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা এবং (ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব এই) পাঁচটিতে সূক্ষ্মতা লক্ষিত হইতেছে। গোপবালকে (মহাপুরুষোচিত) এই বত্রিশটি সল্লক্ষণ কিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে?"

(খ) অঙ্কোথ—হস্তাদিতে চক্রাদি রেখাসমূহকে অঙ্কোথ সল্লক্ষণ বলা হয়। যথা—

"করয়োঃ কমলং তথা রথাঙ্গং স্ফুটরেখাময়মাত্মজস্য পশ্য।
পদপল্লবয়োশ্চ বল্লবেন্দ্র ধ্বজবজ্রাঙ্কুশমীনপঙ্কজানি ॥"

(কোনও বৃদ্ধা গোপী নন্দ মহারাজকে বলিতেছেন),—"হে গোপরাজ! ঐ দেখ—তোমার তনয়ের হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও চক্ররেখা, পদদ্বয়ে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মীন ও কমলাদির চিহ্নসকল দেদীপ্যমান।" শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের চিহ্নসমূহ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ—

"ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ ॥
ধ্বজঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ।
স্বস্তিকঞ্চোর্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ ॥

সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্ধচন্দ্রকম্॥
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্।

*   *   *   *

ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম।
জম্বুফল-সমাকারং দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ॥"

এই শ্লোকসমূহ হইতে জানিতে পারি,—শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্ধরেখা ও অষ্টকোণ এই অষ্টচিহ্ন এবং বাম চরণে ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্ধচন্দ্র, আকাশ, মৎস্য ও গোষ্পদ—এই সপ্ত চিহ্ন বিদ্যমান। ষোড়শ চিহ্নটী জম্বুফলবৎ; তাহা ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়।

তাপনী, আগম ও বরাহপুরাণে শঙ্খ, চক্র ও ছত্রাকার চিহ্নের কথা বলা হইয়াছে।

পরম ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের চরণ-দ্বয়ে উক্ত ষোড়শ চিহ্ন বিদ্যমান; তন্মধ্যে দুই, তিন, চারি অথবা পাঁচটী চিহ্ন কথঞ্চিৎ অবতারসমূহে দৃষ্ট হয়।

৩। **শ্রীকৃষ্ণ—রুচির।** সৌন্দর্যদ্বারা নয়নানন্দকর বিগ্রহ 'রুচির'-বিশেষণে বিশেষিত। যথা (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।১৩)—

"যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-রর্বাকৃসৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত॥"

—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ত্রিলোকস্থিত জনগণ দৃক্স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ নয়নরসায়ন পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিল যে, বিধাতার অর্বাচীন বিচিত্র সংসার-নির্মাণে যে নৈপুণ্য ছিল তৎসমুদায় এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে নিঃশেষ হইয়াছে (অর্থাৎ এমন নয়নতৃপ্তিকর সুন্দর

মূর্তি আর কোথাও নাই)। আর একটী উদাহরণ—

"অষ্টানাং দনুজভিদঙ্গপঙ্কজানা-
মেকস্মিন্ কথমপি যত্র বল্লবীনাম্।
লোলাক্ষিভ্রমরততিঃ পপাত তস্মা-
ন্নোত্থাতুং দ্যুতিমধুপঙ্কিলাৎ ক্ষমাসীৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের (মুখ, নেত্রদ্বয়, হস্তদ্বয়, নাভি ও চরণযুগল—এই) অষ্ট অঙ্গই পদ্ম। যদি এই অষ্ট পদ্মের কোন একটীতে গোপীগণের নেত্ররূপ ভ্রমরসমূহ কোনরূপে পতিত হয়, তবে সেই অঙ্গকান্তিরূপ পঙ্কময় স্থান হইতে আর উত্থিত হইতে পারে না।

৪। **শ্রীকৃষ্ণ—তেজীয়ান্।** পণ্ডিতগণকর্তৃক 'তেজঃ'-শব্দদ্বারা 'ধাম' ও 'প্রভাব' লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে—

(ক) ধাম—তেজোরাশি, যথা—

"অম্বরমণিনিকুরম্বং বিড়ম্বয়ন্নপি মরীচিকুলৈঃ।
হরিবক্ষসি রুচিনিবিড়ে মণিরাড়য়মুড়ুরিব স্ফুরতি ॥"

—এই মণিরাজ কৌস্তভ স্বীয় দ্যুতিতে সূর্যসমূহকে বিড়ম্বিত করিয়াও নিবিড় তেজোযুক্ত শ্রীহরি-বক্ষে একটী (নিষ্প্রভ) নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই কেন? তদুত্তর গীতার ৭।২৫ শ্লোকের "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ" এই প্রথম চরণটীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় সকলের নিকটে প্রকাশিত হই না।

(খ) প্রভাব-সর্বজয়কারি-স্থিতি। যথা—

দূরতস্তমবলোক্য মাধবং,কোমলাঙ্গমপি রঙ্গমণ্ডলে।
পর্বতোদ্ভট-ভুজান্তরোঽপ্যসৌ কংসমল্লনিবহঃ স বিব্যথে॥

শ্রীকৃষ্ণ কোমলাঙ্গ হইলেও, পর্বত হইতেও প্রচণ্ড বক্ষোবিশিষ্ট কংসমল্লগণ রণমঞ্চে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দূর হইতে দর্শন করিয়া ব্যথিত অর্থাৎ ভয়ার্তচিত্ত হইয়াছিল।

৫। **শ্রীকৃষ্ণ—বলিয়ান্।** বলীয়ান্-শব্দের অর্থ মহৎ-প্রাণদ্বারা পূর্ণ, সহজার্থ—মহাবলবান্। যথা—

(১)

পশ্য বিন্ধ্যগিরিতোঽপি গরিষ্ঠং দৈত্যপুঙ্গবমুদগ্রমরিষ্টম্।
তূলখণ্ডমিব পিণ্ডিতমারাৎ পুণ্ডরীকনয়নো বিহুনোদ॥

ঐ দেখ, কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ বিন্ধ্যগিরি হইতেও গরিষ্ঠ এবং পরম প্রচণ্ড দৈত্যপুঙ্গব অরিষ্টকে মুষ্টিকৃত তূলাখণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

(২)

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্ধনো গিরিঃ॥

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের যে বামভুজদণ্ড গোবর্ধনগিরিকে ক্রীড়াকন্দুকবৎ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভূজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন্।

৬। **শ্রীকৃষ্ণ—বয়সান্বিত।** 'বয়স' বলিতে ক্রমপ্রাপ্ত বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর প্রভৃতি উদ্দিষ্ট হইলেও 'বয়সান্বিত' বলিতে সর্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্বগুণান্বিত ও নিত্য নানাবিলাস-বিশিষ্ট কৈশোর বয়সই উদ্দিষ্ট। যথা—

তদাত্বাভিব্যক্তীকৃততরুণিমারম্ভরভসং
স্মিতশ্রীনির্ধূতস্ফুরদমলরাকাপতিমদম্।
দরোদঞ্চৎপঞ্চাশুগ-নবকলামেদুরমিদং
মুরারের্মাধুর্যং মনসি মদিরাক্ষীর্মদয়তি॥

যাহাতে তারুণ্যারম্ভের অর্থাৎ নবযৌবনের ঔৎসুক্য অভিব্যক্ত হইতেছে, মৃদুমধুরহাস্যশোভার নিকটে পরম রূপবান্ পূর্ণচন্দ্রের দর্পও যাহাতে খর্বিত হইতেছে এবং যাহা কন্দর্পের ঈষৎ প্রকাশিত নবীন কলায় স্নিগ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সেই (অপূর্ব) মাধুর্য খঞ্জনাক্ষী গোপীগণের মনে উন্মাদনা জন্মাইতেছে।

জন্ম হইতে পঞ্চবর্ষ বয়স পর্যন্ত বাল্য বা কৌমার, পরে দশম বর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পৌগণ্ডের পরে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত কৈশোর কাল। কৈশোরের পরে যৌবন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর-লীলা দেদীপ্যমান। ব্যৎসল্য-রসে কৌমার, সখ্যরসে পৌগণ্ড এবং উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর-রসে কৈশোর-লীলা সম্প্রসারিত। তজ্জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদিলীলা-চতুর্থ-পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম॥
বাৎসল্য-আবেগে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লয়া কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছাভরি' আস্বাদিল রসের নির্যাস॥
কৈশোর-বয়সে কাম জগৎ সফল।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল॥

কৈশোর বয়সে সর্ব রসেরই যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। কৈশোর ত্রিবিধ—আদ্য, মধ্য ও শেষ। আদ্য কৈশোরে বর্ণের উজ্জ্বলতা, নেত্র-প্রান্তে অরুণবর্ণ এবং রোমাবলীর প্রাকট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ বৈজয়ন্তীমালা ও ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হইয়া নটবরবেষ ধারণ করেন ; বংশী-মাধুর্য, বস্ত্রশোভা এবং সুপরিচ্ছদাদিও তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতিকীর্তিঃ ॥

—মস্তকে ময়ূরপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণপূর্বক (বয়স্য) গোপ (বালক) গণকর্তৃক গীত-স্বকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নটবরবেশে বেণুর রন্ধ্রগুলিকে অধর সুধায় পরিপূর্ণ করিতে করিতে স্বচরণচিহ্ন-লাঞ্ছিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

এই আদ্য কৈশোরে নখাগ্রে তীক্ষ্ণতা, ভ্রূদ্বয়ে ধনুর ন্যায় দোলায়-মানতা অর্থাৎ চাঞ্চল্য, দন্তসমূহে রক্তবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জনাদি চেষ্টাসমূহ এবং মোহনতা প্রভৃতিও পরিদৃষ্ট হয়।

মধ্য কৈশোরে ঊরুদ্বয়, বাহুদ্বয়, বক্ষঃস্থল ও সমগ্র শ্রীবিগ্রহের (অপূর্ব) মধুরিমা প্রকাশ পায়। মৃদুমধুরহাস্য-শোভিত বদন, বিলাস-শোভা-সমন্বিত চঞ্চল নয়ন, ত্রিজগন্-মোহন-গীতাদি এই মধ্য কৈশোরের মাধুরী। বৈদগ্ধীসার-বিস্তার, কুঞ্জকেলিমহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ এই বয়সের চেষ্টাদি-সৌষ্ঠব। ইহার মোহনতাও অতি অপূর্ব।

শেষ অর্থাৎ চরম কৈশোরে অঙ্গসমূহের পূর্বাপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষ এবং ত্রিবলি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়। ইহার মাধুর্য ও মোহনতা অতুলনীয়। প্রাজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের এই চরম কৈশোরকেই তাঁহার 'নবযৌবন' বলেন। ইহাতে গোপীগণের ভাবসর্বস্বশালিতা এবং অভূতপূর্ব কন্দর্পতন্ত্র-লীলোৎসবাদি প্রকাশ পায়।

৭। **শ্রীকৃষ্ণ—বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ।** সংস্কৃত ভাষায়, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃত ভাষাসমূহে (এমন কি, পশুপক্ষিগণের ভাষাসমূহেও) যিনি সুপণ্ডিত, তাঁহাকে বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ বলা হয়। যথা—

ব্রজযুবতিষু শৌরিঃ শৌরসেনীং সুরেন্দ্রে
প্রণতশিরসি সৌরীং ভারতীমাতনোতি।
অহহ পশুষু কীরেষ্বপ্যপভ্রংশরূপাং
কথমজনি বিদগ্ধঃ সর্বভাষাবলীষু॥

(উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা শ্রীরাধিকাকে বলিতেছেন)—কি আশ্চর্য্য! এই শৌরী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপীগণের সহিত শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষায়, প্রণত দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দেবভাষায় (সংস্কৃত), গো-মহিষ প্রভৃতি পশুর, কাশ্মীর দেশীয় মানুষের ও শুকাদি পক্ষি-সকলের সহিত তাহাদের ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। ইনি সর্বভাষায় সুপণ্ডিত হইলেন কি প্রকারে?

৮। **শ্রীকৃষ্ণ—সত্যবাক্য।** যাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না তাঁহাকে সত্যবাক্য বলা হয়। যথা—

পৃথে তনয়পঞ্চকং প্রকটমর্পয়িষ্যামি তে
রণোর্বরিতমিত্যভূত্তব যথার্থমেবো দিতম্।

রবির্ভবতি শীতলঃ কুমুদবন্ধুরপ্যুষ্ণল-
স্তথাপি ন মুরান্তক ব্যভিচরিষ্ণুরুক্তিস্তব ॥

(কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—) "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে—"হে পৃথে! তোমার পাঁচটী পুত্রকেই আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যানয়ন করিয়া তোমাকে সমর্পণ করিব। তোমার এই বাক্য সত্যই হইল। সূর্য শীতল হইতে পারে, চন্দ্র উষ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না।"

উক্ত উদাহরণটীতে শ্রীকৃষ্ণের সত্যপ্রতিজ্ঞত্বের উদাহরণও পাওয়া যাইতেছে। তজ্জন্য নিম্নে আর একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

গূঢ়োঽপি বেষেণ মহীসুরস্য হরির্যথার্থং মগধেন্দ্রমূচে।
সংসৃষ্টমাভ্যাং সহ পাণ্ডবাভ্যাং মাং বিদ্ধি কৃষ্ণং ভবতঃ সপত্নম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গূঢ় হইয়াও জরাসন্ধকে যথার্থই বলিয়াছিলেন—"হে মগধরাজ! আপনি এই পাণ্ডবদের সহিত আমাকেও আপনার চিরশত্রু বলিয়া জানিবেন।"

৯। শ্রীকৃষ্ণ—প্রিয়ংবদ। যিনি অপরাধীকেও প্রিয়-বাক্য বলেন তিনিই প্রিয়ংবদ। যথা—

কৃতব্যলীকেঽপি ন কুণ্ডলীন্দ্র ত্বয়া বিধেয়া ময়ি দোষদৃষ্টিঃ।
প্রবাস্যমানোঽসি সুরার্চিতানাং পরং হিতায়াস্য গবাং কুলস্য ॥

(শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে বলিয়াছেন—) "হে সর্পরাজ! আমি তোমাকে পীড়িত করিলেও তুমি আমার প্রতি দোষদৃষ্টি করিও না। কারণ, দেবগণপূজিত গো-সমূহের পরম হিতের জন্যই তুমি অন্য নির্বাসিত হইয়াছ।"

১০। **শ্রীকৃষ্ণ—বাবদূক।** মনীষিগণ কর্ণরসায়ণ অর্থাৎ শব্দমাধুরী এবং অখিল বাক্যগুণ অর্থাৎ অর্থমাধুরী-বিশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগকারিরূপে দ্বিবিধ বাবদূক বলিয়া থাকেন।

প্রথমটীর অর্থাৎ কর্ণরসায়ন শব্দমাধুরীর উদাহরণ—

অশ্লিষ্টকোমলপদাবলিমঞ্জুলেন
প্রত্যক্ষরক্ষরদমন্দসুধা-রসেন।
সখ্যঃ সমস্তজনকর্ণরসায়নেন
নাহারি কস্য হৃদয়ং হরিভাষিতেন॥

(শ্রীনন্দ মহারাজের সভায় শ্রীকৃষ্ণের উচ্চারিত কর্ণরসায়ন বাক্য-মাধুরী শ্রবণ করিয়া কোনও বন্দনাকারিণী বলিতেছেন—) হে সখীগণ! সুস্পষ্ট কোমল পদাবলীদ্বারা মনোজ্ঞ (উচ্চারণ-মাধুরী), প্রতি অক্ষরে অপূর্ব অমৃতরসশ্রাবি (বর্ণবিন্যাস-মাধুরী) এবং সর্বজন-কর্ণরসায়ন (স্বরমাধুরীযুক্ত) শ্রীকৃষ্ণবাক্যসমূহ কাহার হৃদয় না অপহরণ করে? অর্থাৎ সকলের হৃদয়ই অপহরণ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়টীর অর্থাৎ অখিল বাক্যগুণ অর্থমাধুরীর উদাহরণ—

প্রতিবাদি-চিত্ত পরিবৃত্তিপটু-র্জগদেকসংশয়বিমর্দকরী।
প্রমিতাক্ষরাত্য-বিবিধার্থময়ী হরিবাগিয়ং মম ধিনোতি ধিয়ঃ॥

(উদ্ধব বলিতেছেন—) প্রতিবাদিগণের চিত্ত-পরিবর্তনে পটু (উপন্যাস-পরিপাটী), বিশ্ববাসিগণের সর্ব-সংশয়-ছেদনকারী (যুক্তি-পরিপাটী), পরিমিত-অক্ষর-সংযুক্ত বা অব্যর্থ প্রমাণযুক্ত (যাথার্থ্য-পরিপাটী) এবং বিবিধ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ তর্ক-বিতর্ক-সমাধানে বিচিত্র-অর্থ-বিশিষ্ট (প্রতিভা-পরিপাটীযুক্ত) শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য আমার অন্তরে অতীব আনন্দ প্রদান করিতেছে।

১১। শ্রীকৃষ্ণ—সুপাণ্ডিত্য। বিদ্বান্ ও নীতিজ্ঞ-ভেদে সুপাণ্ডিত্য দ্বিবিধ। অখিলবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং কর্তব্য যথাযথ- পালনকারী নীতিজ্ঞ। তন্মধ্যে প্রথমটীর অর্থাৎ বিদ্বানের উদাহরণ—

যং সুষ্ঠু পূর্বং পরিচর্য্য গৌরবাৎ পিতামহাত্মম্বুধরৈঃ প্রবর্তিতাঃ।
কৃষ্ণার্ণবং কাশ্য গুরুক্ষমা-ভৃত স্তমেব বিদ্যাসরিতঃ প্রপেদিরে॥

(শ্রীনারদ বলিতেছেন—) পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মাদি-রূপ মেঘগণ স্বগৌরবে পরিচর্যা করিয়া যে কৃষ্ণসমুদ্র হইতে বিদ্যানদীসমূহের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিদ্যা-নদীসকল সান্দীপনিরূপ পর্বত হইতে পুনরায় কৃষ্ণ সমুদ্রে পতিত হইল।

আর একটি উদাহরণ—

আম্নায়প্রথিতান্বয়া স্মৃতিমতী বাঢ়ং ষড়ঙ্গোজ্জ্বলা
ন্যায়েনানুগতা পুরাণসুহৃদা মীমাংসয়া মণ্ডিতা।
ত্বাং লব্ধাবসরা চিরাদ্‌গুরুকুলে প্রেক্ষ্য স্বসঙ্গার্থিনং
বিদ্যানাম-বধূশ্চতুর্দশ গুণা গোবিন্দ শুশ্রূষতে॥

(সিদ্ধ ও চারণগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি—) হে গোবিন্দ! যাঁহার চারি বেদেই অতিশয় ব্যুৎপত্তি, যিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে মতিশালিনী ষড়ঙ্গেও (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গেও) অতি উজ্জ্বলা, তর্ক-বিদ্যায় পারদর্শিনী, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণই যাঁহার বন্ধু এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাদ্বয় যাঁহার অলঙ্কার, এই চতুর্দশ- অঙ্গ-বিশিষ্টা (বেদ ৪ + স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র ১ + বেদাঙ্গ ৬ + তর্কবিদ্যা ১ + পুরাণ ১ + মীমাংসা ১), সেই বিদ্যানাম্নী বধূ বহুকাল পরে অবসরক্রমে গুরু-কূলে তোমাকে স্বীয় সংগার্থী জানিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন।

উক্ত শ্লোকটীর বধূপর ব্যাখ্যা—হে গোবিন্দ! সৎকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ পিতৃকুল বিশিষ্টা, মেধাবতী, ষড়ঙ্গে (শির, মধ্যদেশ, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়) উজ্জ্বলা, নীতিপরায়ণা, বৃদ্ধগণসম্মত-বিচার-নিপুণা এবং চতুর্দশ বিদ্যারূপ গুণে বিমণ্ডিতা বধূ (রুক্মিণী দেবী) বহুদিন অবসরের অনুসন্ধানে থাকিয়া (বিবাহযোগ্য-কালে) পিতৃকুলে উপস্থিত সসঙ্গার্থী পতিকে (তোমাকে) বরণ করেন।

দ্বিতীয়টীর অর্থাৎ নীতিজ্ঞের উদাহরণ—

মৃত্যুস্তস্করমণ্ডলে সুকৃতিনাং বৃন্দে বসন্তানিলঃ
কন্দর্পো রমণীষু দুর্গতকুলে কল্যাণকল্পদ্রুমঃ।
ইন্দুর্বন্ধুগণে বিপক্ষপটলে কালাগ্নিরুদ্রাকৃতিঃ
শাস্তি স্বস্তিধুরন্ধরো মধুপুরীং নীত্যা মধূনাং পতিঃ॥

মধুগণের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নীতিদ্বারা মধুপুরী (ও দ্বারকা) শাসন করিতেছেন। (শাসনকালে) তিনি তস্করগণের নিকটে যম, সুকৃত জনগণের নিকটে বসন্তবায়ু, রমণীগণের নিকটে কামদেব, দুর্গত জনগণের নিকটে কল্যাণকল্পতরু, বন্ধুগণের নিকটে সুধাকর এবং বিপক্ষগণের নিকটে কালাগ্নি রুদ্রসদৃশ।

১২। **শ্রীকৃষ্ণ—বুদ্ধিমান্।** মেধাবী ও সূক্ষ্মধী-ভেদে বুদ্ধিমান্ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মেধাবীর উদাহরণ—

অবন্তিপুরবাসিনঃ সদনমেত্য সান্দীপনে-
গুরোর্জগতি দর্শয়ন্ সময়মত্র বিদ্যার্থিনাম্।
সকৃন্নিগদমাত্রতঃ সকলমেব বিদ্যাকুলং
দধৌ হৃদয়মন্দিরে কিমপি বিচিত্রবন্মাধবঃ॥

ইহা অতীব বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণ ইহজগতের বিদ্যার্থিগণকে আচার-শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত অবন্তিপুরবাসী গুরু সান্দীপনির গৃহে গমনপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে একবার মাত্র উপদিষ্ট হইয়াই হৃদয়মন্দিরে সকল বিদ্যাকেই ধারণ করিয়াছিলেন।

সূক্ষ্মধীর উদাহরণ—

যদুভিরয়মবধ্যো ম্লেচ্ছরাজস্তদেনং
তরলতমসি তস্মিন্ বিদ্রবন্নেব নেষ্যে।
সুখময়নিজনিদ্রাভঞ্জনধ্বংসিদৃষ্টি-
র্ঝরমুচি মুচুকুন্দঃ কন্দরে যত্র শেতে॥

(কালযবন মথুরা অবরোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—) এই ম্লেচ্ছরাজ (কালযবন) যদুবংশের অবধ্য, সুতরাং যে নির্ঝর (অর্থাৎ নিদ্রাসুখসামগ্রীসমূহ)-শোভিত সন্তান্ধকারযুক্ত পর্বত-গুহায় মুচুকুন্দ পরম সুখে শায়িত আছেন, আমি পলায়ন করিতে করিতে ইহাকে (কালযবনকে) সেই স্থানে লইয়া যাইব। তথায় মুচুকুন্দের সেই সুখময় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাঁহার (মুচুকুন্দের) (সক্রোধ) দৃষ্টিতে কালযবন ভস্মীভূত হইবে।

[মুচুকুন্দ সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার পুত্র। ইঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধ-নিপুণতা লক্ষ্য করিয়া দেববৃন্দ অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে ইঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধে দেবগণের জয় হইলে তাঁহারা কার্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া মুচুকুন্দকে বর লইতে বলেন। যুদ্ধশ্রান্তি-অপনোদনের জন্য তিনি নির্জন স্থানে নিরুপদ্রবে নিদ্রার বর প্রার্থনা করেন। দেবগণ সেই বর প্রদান করিয়া বলেন—কেহ তৎকালে মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ করিলে, তাঁহার সক্রোধ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইবে। এক পর্বত গুহায় তাঁহার নিদ্রাস্থান নির্দিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ পলায়ণের

ছলে সেই গুহায় যাইয়া লুক্কায়িত থাকেন। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তথায় প্রবিষ্ট হয় এবং নিদ্রামগ্ন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করিয়া ভীষণ পদাঘাত করে। মুচুকুন্দ জাগ্রত হইয়া কাল-যবনের প্রতি সক্রোধ দৃষ্টিপাত করিলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।]

১৩। **শ্রীকৃষ্ণ—প্রতিভান্বিত।** সদ্য সদ্য নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অধিকারী অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিভান্বিত। যথা—

"বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্‌গাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী-
ত্যেবং গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসাত্মক কথোপ-কথন হইতেছে।

শ্রীরাধা। কেশব! সম্প্রতি তোমার বাস কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধা বাসস্থান-অর্থে 'বাস'-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াও 'বাস'-শব্দে 'পরিধেয় বস্ত্র' অর্থ করিয়া স্বীয় পীতাম্বর প্রদর্শনপূর্বক উত্তর দিতেছেন—) হে মনোজ্ঞনয়নে রাধে! এই ত' আমার বাস।

শ্রীরাধা। হে শঠ! (আমি বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না) তোমার বাস কোথায়, তাহাই বল।

শ্রীকৃষ্ণ। (বাস-শব্দের সুগন্ধার্থে বলিতেছেন—) হে মহাসৌভাগ্য-বতি! তোমার শ্রীঅঙ্গের সংসর্গে আমার এই সুগন্ধ।

শ্রীরাধা। যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত্ত? [হে ধূর্ত্ত! যামিনীতে (রাত্রিতে) কোথায় ছিলে?]

শ্রীকৃষ্ণ। ('যামিন্যামুষিতঃ = যামিন্যাম্ উষিতঃ, অথবা যামিন্যা মুষিতঃ'; শ্রীরাধার উদ্দিষ্ট 'যামিন্যাম্ উষিতঃ' স্থলে কৃষ্ণ 'যামিন্যা মুষিতঃ' ধরিয়া উত্তর করিতেছেন—) তনুহীনা যামিনী কর্ত্তৃক আমার কি অপহৃত হইবে? এই প্রকারে গোপবধূর (শ্রীমতী রাধিকার) সহিত ছলনা-ক্রমে পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে চিরকাল পালন করুন।

১৪। **শ্রীকৃষ্ণ—বিদগ্ধ।** কলা-বিলাসাদিতে যাঁহার চিত্ত সর্বদা লিপ্ত, তিনি বিদগ্ধ বলিয়া কীর্তিত। যথা—

গীতং গুম্ফতি তাণ্ডবং ঘটয়তি ব্রূতে প্রহেলীক্রমং
বেণুং বাদয়তে স্রজং বিরচয়ত্যালেখ্যমভ্যস্যতি।
নির্মাতি স্বয়মিন্দ্রজালপটলীং দ্যূতে জয়ত্যুন্মদান্
পশ্যোদ্দামকলাবিলাসবসতিশ্চিত্রং হরিঃ ক্রীড়তি॥

ঐ দেখ, উদ্দাম-কলাবিলাসের বসতিস্থল শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছেন, গীত রচনা করিতেছেন, তাণ্ডব অর্থাৎ নৃত্য করিতেছেন, প্রহেলীক্রম (হেঁয়ালী) বলিতেছেন, বেণুবাদন করিতেছেন, মাল্য-গ্রন্থন করিতেছেন, চিত্রাঙ্কণ অভ্যাস করিতেছেন, স্বয়ং ইন্দ্রজালসমূহ নির্মাণ করিতেছেন, উন্মদ অর্থাৎ সুদক্ষ ব্যক্তিগণকেও দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিতেছেন।

১৫। **শ্রীকৃষ্ণ—চতুর।** একই সময়ে বহু কার্যের সমাধানকারী ব্যক্তি 'চতুর'-বিশেষণে বিশেষিত। যথা—

পারাবতী বিরচনেন গবাং কলাপং
গোপাঙ্গনাগণমপাঙ্গতরঙ্গিতেন।

মিত্রাণি চিত্রতর-সঙ্গরবিক্রমেণ
ধিন্বন্নরিষ্টভয়দেন হরির্বিরেজে ॥

শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের ভয়প্রদ 'পারাবতী'-নাম্নী গোপ গীতি রচনাদ্বারা গোপসমূহকে, অপাঙ্গের তরঙ্গে অর্থাৎ ভঙ্গীতে গোপীগণকে এবং বিচিত্র যুদ্ধবিক্রমে বন্ধুগণকে যুগপৎ সুখপ্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

১৬। **শ্রীকৃষ্ণ—দক্ষ।** যিনি দুষ্কর কার্যও শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারেন তিনি দক্ষ। যথা, ভাঃ ১০।৫৯।১৭—

যানি যৌধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ।
হরিস্তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশাস্ত্রিভিঃ ॥

হে কুরুবংশপালক মহারাজ পরীক্ষিত! প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ক্রমশঃ এক এক বাণ নিক্ষেপপূর্বক মোট তিনটী বাণেই তৎসমুদয় ছেদন করিলেন।

আর একটি উদাহরণ—

অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব।
ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনা-পূর্ত্তিকামঃ ॥
অতনুত গতিলীলা-লাঘবোর্ম্মিঃ তথাসৌ।
দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্ব-স্ব-পার্শ্বে ॥

"হে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ! আমারই সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য কর",— গোপীগণের প্রত্যেকের এইরূপ প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাসনা পূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া এমন ক্ষিপ্রতার সহিত গমন-লীলা বিস্তার করিয়া ছিলেন যে তাহাতে প্রত্যেক গোপীই নিশংসয়ে মনে করিয়াছিলেন —শ্রীকৃষ্ণ আমারই পার্শ্বে আছেন।

১৭। **শ্রীকৃষ্ণ—কৃতজ্ঞ।** যিনি কৃত সেবাদি কর্মসমূহের বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি কৃতজ্ঞ। যথা, মহাভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি দূরদেশে অবস্থান করিলেও দ্রৌপদী যে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার হৃদয়ে যে ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আর ক্ষয় হইতেছে না।

আর একটি উদাহরণ—

অনুগতিমতিপূর্ব্বাং চিন্তয়ন্ ঋক্ষমৌলে—
রকুরুত বহুমানং শৌরিরাদায় কন্যাম্॥
কথমপি কৃতমল্পং বিস্মরেন্নৈব সাধুঃ
কিমুত স খলু সাধুশ্রেণিচূড়াগ্ররত্নম্॥

ভল্লুকরাজ জাম্ববানের রাম-অবতারকালীন সেবা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ (বর্তমান সময়ে শত্রুভাবে যুদ্ধজনিত তাঁহার অপরাধ গণনা না করিয়া) তদীয় কন্যাকে বিবাহ করতঃ তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়াছিলেন। কোন সাধু কাহারও অত্যল্প সেবা প্রাপ্ত হইয়াও যখন তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না, তখন সাধুগণ চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আর কথা কি ?

১৮। **শ্রীকৃষ্ণ—সুদৃঢ়ব্রত,** যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম উভয়ই সত্য হয়, তিনি সুদৃঢ়ব্রত। তন্মধ্যে সত্য-প্রতিজ্ঞ, যথা হরিবংশে—

ন দেবগন্ধর্বগণা ন রাক্ষসা
ন চাসুরা নৈব চ যক্ষ-পন্নগাঃ।

মম প্রতিজ্ঞামপহন্তুমুদ্যতা
মুনে সমর্থাঃ খলু সত্যমস্তু তে।

—হে দেবর্ষি-নারদ! দেব ও গন্ধর্বগণ, রাক্ষসেরা, অসুরেরা, যক্ষ ও পন্নগগণ—ইহারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইতে উদ্যত হইলেও তাহা করিতে পারে নাই; সুতরাং তোমার শপথ সফল হউক।

সত্যপ্রতিজ্ঞের আর একটি উদাহরণ—

সখেলমাখণ্ডলপাণ্ডুপুত্রৌ
বিধায় কংসারিরপারিজাতৌ।
নিজপ্রতিজ্ঞাং সফলাং দধানঃ।
সত্যাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ সুখীমকার্ষীৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য অবলীলাক্রমে ইন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে অপারিজাত (ইন্দ্রপক্ষে পারিজাত শূন্য, যুধিষ্ঠির পক্ষে অপ+অরিজাত অর্থাৎ শত্রুপক্ষনাশ) করাইয়া সত্যভামা ও দ্রৌপদীকে সুখী করিয়াছেন। [সখেলম্—অবলীলাক্রমে। আখণ্ডল—ইন্দ্র। পাণ্ডুপুত্র—যুধিষ্ঠির।

সত্যনিয়মের উদাহরণ—

গিরেরুদ্ধরণং কৃষ্ণ দুষ্করং কর্ম কুর্বতা।
মদ্ভক্তঃ স্যান্ন দুঃখীতি স্বব্রতং বিবৃতং ত্বয়া ॥

(ইন্দ্র বলিয়াছেন—) হে কৃষ্ণ! তুমি গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণরূপ দুষ্কর কার্য করিয়া "আমার ভক্ত কখনও দুঃখী হয় না।" তোমার এই বাক্য পালনরূপ স্বীয় ব্রত বিবৃত করিয়াছ। (সত্য প্রতিজ্ঞা কাদাচিৎকী, কিন্তু সত্যনিয়ম সার্বকালিক—এইমাত্র শব্দদ্বয়ে ভেদ।)

১৯। **শ্রীকৃষ্ণ—দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ।** দেশ, কাল ও সুপাত্রের যোগ্য ক্রিয়ায় যিনি ব্রতী, তিনি দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ। (এই তিনটির মধ্যে পাত্রেরই প্রাধান্য, কারণ পাত্রের অভাবে দেশ-কালের অকিঞ্চিৎকরত্বই সূচিত হয়।) যথা—

শরজ্জ্যোৎস্নাতুল্যঃ কথমপি পরো নাস্তি সময়-
স্ত্রিলোক্যামাক্রীড়ঃ ক্বচিদপি ন বৃন্দাবনসমঃ।
ন কাপ্যম্ভোজাক্ষী ব্রজযুবতিকল্পেতি বিমৃষন্-
মনো মে সোৎকণ্ঠং মুহুরজনি রাসোৎসবরসে॥

(মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—) শরৎকালীন জ্যোৎস্নার অর্থাৎ জ্যোৎস্নাভূষিত রাত্রিকালের ন্যায় উত্তম সময় আর হয় না, ত্রিলোকের মধ্যে বৃন্দাবনের ন্যায় ক্রীড়ার উত্তম স্থান আর নাই এবং ব্রজযুবতী তুল্য আর কোন পদ্মনয়না মহিলাও নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই আমার মন রাসোৎসবানন্দ-বিষয়ে বার বার উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াছিল।

২০। **শ্রীকৃষ্ণ—শাস্ত্রচক্ষু।** যিনি শাস্ত্রানুসারে কার্য করেন, তিনিই 'শাস্ত্রচক্ষু' বলিয়া খ্যাত। যথা—

"অভূৎ কংসরিপোর্নেত্রং শাস্ত্রমেবার্থদৃষ্টয়ে।
নেত্রাম্বুজন্তু যুবতীবৃন্দোন্মাদায় কেবলম্॥

(কাহারও, শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর মতে শ্রীনারদের পরিহাসোক্তি—) অর্থের শুভাশুভ জ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্রই কংসারি শ্রীকৃষ্ণের নেত্র, কিন্তু তাঁহার নেত্র কমলদ্বয় কেবল যুবতীবৃন্দের উন্মত্ততা-বিধানের নিমিত্ত।

২১। **শ্রীকৃষ্ণ—শুচি।** পাবন ও বিশুদ্ধ-ভেদে শুচি দ্বিবিধ। পাবন—পাপনাশী; বিশুদ্ধ—সর্বদোষশূন্য। পদ্মপুরাণে পাবনের উদাহরণ—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধিং পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তধারাম্॥

(ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি—) তুমি পরম পাবন উত্তমঃশ্লোক-মৌলি গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক-মতির সহিত নিষ্কপটে অতি শীঘ্র ভজন কর; কারণ তাঁহার নামরূপ সূর্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকারপ্রবাহকে ধ্বংস করে।

কপটঞ্চ হঠশ্চ নাচ্যুতে বত সত্রাজিতি নাপ্যদীনতা।
কথমদ্য বৃথা স্যমন্তক প্রসভং কৌস্তুভসখ্যমিচ্ছসি॥

(সত্রাজিৎকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীউদ্ধবের পরিহাসোক্তি) হে স্যমন্তক! সত্রাজিৎ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতে শ্রীকৃষ্ণের কপটতা বা হঠতা নাই এবং সত্রাজিতেও (তোমাকে দানসম্বন্ধে) অদীনতা নাই অর্থাৎ দীনতা আছে, সুতরাং অদ্য কেন তুমি কৌস্তুভমণির সহিত বলাৎকারে বৃথা সৌখ্যে ইচ্ছা করিতেছ?

২২। **শ্রীকৃষ্ণ—বশী।** বশী—জিতেন্দ্রিয়। যথা—

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ॥ (ভাঃ—১-১১-৩৭)

যাঁহাদের গম্ভীরভাবসূচক, নির্মল ও মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ অপাঙ্গদৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুসুম-শর পরিত্যাগ করেন, সেই কামদেব বিজয়িনী বরাঙ্গনারাও কপট হাব-ভাবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করিতে পারেন নাই।

২৩। **শ্রীকৃষ্ণ—স্থির।** যিনি ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য করিয়া থাকেন, তিনি স্থির। যথা,—

নির্বেদমাপ ন বনভ্রমণে মুরারি-
র্নাচিন্তয়দ্ব্যসনমৃক্ষবিল প্রবেশে।
আহৃত্য হন্ত মণিমেব পুরং প্রপেদে
স্যাদুত্তমঃ কৃতধিয়াং হি ফলোদয়ান্তঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক-মণির অন্বেষণে বনভ্রমণে নির্বেদপ্রাপ্ত হন নাই, অথবা ভল্লুকরাজ জাম্ববানের গুহায় প্রবেশে কোন প্রকার বিপদ চিন্তা করেন নাই। আহা! তিনি মণি গ্রহণ করিয়াই দ্বারকাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, যেহেতু ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের উদ্যম বিদ্যমান থাকে।

২৪। **শ্রীকৃষ্ণ—দান্ত।** ইষ্টসাধনার্থ যিনি দুঃসহ ক্লেশও স্বীকার করিয়া থাকেন—তিনি দান্ত ; যথা—

গুরুমপি গুরুবাসক্লেশমব্যাজভক্ত্যা
হরিরজগণদন্তঃ কোমলাঙ্গোঽপি নায়ম্।
প্রকৃতিরতিদুরূহা হন্ত লোকোত্তরাণাং
কিপপি মনসি চিত্রং চিন্ত্যমানা তনোতি॥

শ্রীকৃষ্ণ কোমলাঙ্গ হইয়াও অকপট ভক্তিনিবন্ধন গুরুগৃহে বাসরূপ গুরুতর ক্লেশও গণনা করেন নাই। অহো! লোকোত্তর ব্যক্তিগণের প্রকৃতি অতীব দুরূহ। প্রাকৃত-বিচারগ্রস্ত জীব মনে মনে তাহা চিন্তা করিলে অতীব বিস্মিত হইয়া থাকে।

২৫। **শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষমাশীল।** যিনি অপরের অপরাধ সহ্য করেন, তিনি ক্ষমাশীল। যথা—শিশুপাল বধ মহাকাব্যে ১৬।২৫—

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভৃতে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং ন হি গোমায়ুরুতানি কেশরী॥

চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বহু নিন্দাবাদ করিলেও তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কোনই প্রত্যুত্তর করিলেন না। সিংহ মেঘধ্বনি শ্রবণ করিলেই প্রতিগর্জন করে, কিন্তু শৃগালের রবে কর্ণপাতও করে না।

আর একটি উদাহরণ (যামুনাচার্যস্তোত্রে)—

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দয়ালু-র্যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধু-র্মুগ্ধ সাযুজ্যদোঽভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ॥

হে রামচন্দ্র! সীতার কঞ্চুকে চঞ্চুদ্বারা আঘাতকারী মহাপরাধী কাককেও তুমি তাহার প্রণতিতে ক্ষমা করিয়া দয়ালু হইয়াছ। হে মুগ্ধ কৃষ্ণ! তুমিও প্রতিজন্মে অপরাধী শিশুপালকে (ক্ষমা করিয়া) সুন্দর সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিয়াছ। সুতরাং বল দেখি, তোমার ক্ষমার অযোগ্য কোন্ অপরাধ আছে?

২৬। শ্রীকৃষ্ণ—গম্ভীর। যাঁহার মনোভাব অতিশয় দুর্বোধ, তিনি গম্ভীর-বিশেষণে বিশেষিত। যথা,—

বৃন্দাবনে বরাভিঃ স্তুতিভি-র্নিতরামুপাস্যমাণোঽপি।
শক্তো ন হরি-র্বিধিনা রুষ্টস্তুষ্টোঽথবা জ্ঞাতুম্ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে উত্তম স্তুতিসমূহদ্বারা নিত্য উপাসিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইলেন কি রুষ্ট হইলেন তাহা ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন না।

আর একটী উদাহরণ—

উন্মদোঽপি হরি-র্নব্যরাধাপ্রণয়সিধুনা।
অভিজ্ঞেনাপি রামেণ লক্ষিতোঽয়মবিক্রিয়ঃ ॥

শ্রীরাধার নব্য প্রেমসুধায় শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইলেও, অভিজ্ঞ শ্রীবলরামও তাঁহাকে নির্বিকাররূপেই দর্শন করিলেন।

২৭। শ্রীকৃষ্ণ—ধৃতিমান্। ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা-শূন্য এবং ক্ষোভের কারণ-সত্ত্বেও শান্ত। পূর্ণস্পৃহ, যথা—

স্বীকুর্বন্নপি নিতরাং যশঃপ্রিয়ত্বং
কংসারি-র্মগধপতে-র্বধপ্রসিদ্ধাম্।
ভীমায় স্বয়মতুলামদত্তকীর্ত্তিং
কিং লোকোত্তরগুণশালিনামপেক্ষ্যম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ (ভোক্তার ধর্মে অথবা ভক্তকে আনন্দ প্রদানের জন্য) অত্যন্ত যশঃপ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াও মগধরাজ জরাসন্ধের বধজনিত প্রসিদ্ধ অতুল-কীর্ত্তি স্বয়ং ভীমকেই প্রদান করিয়াছিলেন। লোকোত্তর গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির কি অপেক্ষণীয় কিছু আছে?

ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও শান্ত, যথা—

নিন্দিতস্য দমঘোষসূনুনা সম্ভ্রমেন মুনিভিঃ স্তুতস্য চ।
রাজসূয়সদসি ক্ষিতিশ্বরৈঃ কাপি নাস্য বিকৃতি-র্বিতর্কিতা॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দমঘোষতনয় শিশুপালকর্তৃক নিন্দিত এবং মুনিগণকর্তৃক সম্ভ্রমের সহিত সংস্তুত শ্রীকৃষ্ণে রাজন্যবর্গ কোনও বিকৃতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

২৮। **শ্রীকৃষ্ণ—সম।** পণ্ডিতগণ রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত ব্যক্তিকেই 'সম' বলেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৬।৩৩—

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টি-র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥

(কালিয়নাগের পত্নীগণ বলিলেন,—) হে দেব! দুষ্ট দমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি আপনার এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনি শত্রু ও পুত্র—উভয়ের প্রতিই সমদর্শী এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিয়াই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

আরও একটি উদাহরণ—

রিপুরপি যদি শুদ্ধো মণ্ডনীয়স্তবাসৌ
যদুবর যদি দুষ্টো দণ্ডনীয়ঃ সুতোঽপি।
ন পুনরখিলভর্ত্তুঃ পক্ষপাতোজ্ঝিতস্য
ক্বচিদপি বিষমং তে চেষ্টিতং জাঘটীতি॥

হে যদুবর কৃষ্ণ! যদি শত্রুও নির্দোষ হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ভূষিত কর, পক্ষান্তরে পুত্রও দুষ্ট হইলে তোমাকর্তৃক

দণ্ডনীয় হয়, যেহেতু তুমি অখিল লোকের ভর্তা, তজ্জন্য তোমার পক্ষপাত নাই। সুতরাং তোমাতে পুনরায় বিষমস্বভাব কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

২৯। শ্রীকৃষ্ণ—বদান্য। দানবীর বদান্য-শব্দে বিশেষিত। যথা—

সর্বার্থিনাং বাঢ়মভীষ্টপূর্ত্যা ব্যর্থীকৃতাঃ কংসনিসূদনেন।
হ্রিয়েব চিন্তামণি-কামধেনু-কল্পদ্রুমা দ্বারবতীং ভজন্তি॥

কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রকার কামী ব্যক্তিদিগের মনোঽভীষ্ট আশাতীতরূপে পূরণ করায় চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষাদি লজ্জিত হইয়া দ্বারাবতীকে ভজন করিতেছেন।

আর একটি উদাহরণ—

যেষাং ষোড়শপূরিতা দশশতী স্বান্তঃপুরাণাং তথা
চাষ্টশ্লিষ্টশতং বিভাতি পরিত-স্তৎসংখ্যপত্নীযুজাম্।
একৈকং প্রতি তেষু তর্ণকভৃতাং ভূষাজুষামন্বহং
গৃষ্টীনাং যুগপচ্চ বদ্ধমদদাদ্যস্তস্য বা কঃ সমঃ॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ সংখ্যক অন্তঃপুর সর্বতোভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ সকল অন্তঃপুরে আবার তৎসংখ্যক কৃষ্ণমহিষী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অন্তঃপুরে প্রত্যহ ১৩০৮৪ সংখ্যক সালঙ্কৃতা সবৎসা প্রথম-প্রসূতা গাভী এককালীন দান করেন। সুতরাং এই পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় বদান্য আর কে আছেন ?

৩০। শ্রীকৃষ্ণ—ধার্মিক। যিনি স্বয়ং ধর্ম যাজন করেন এবং অপরকে করান তাঁহাকে ধার্মিক বলে। যথা—

পাদৈশ্চতুর্ভি-র্ভবতা বৃষস্য গুপ্তস্য গোপেন্দ্র তথাভ্যবদ্ধি।
স্বৈরং চরন্নেষ যথা ত্রিলোক্যামধর্মশষ্পাণি হঠাজ্জঘাস॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারদের পরিহাসোক্তি—) হে গোপেন্দ্র! (জগৎ পালক!) আপনার সুপালনে (ধর্ম-রূপ) বৃষের (তপঃ শৌচ, দয়া ও সত্য—এই) চারি চরণ এমন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, সে ত্রিলোকে স্বেচ্ছাপূর্বক বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ অধর্মরূপ তৃণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

আর একটী উদাহরণ—

বিতায়মানৈ-র্ভবতা মখোৎকরৈ-
রাকৃষ্যমাণেষু পতিষ্বনারতম্।
মুকুন্দ খিন্নঃ সুরসুভ্রুবাং গণ-
স্তবাবতারং নবমং নমস্যতি॥

(ইহাও নারদের পরিহাসোক্তি—) হে মুকুন্দ! আপনি বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া নিরন্তর দেবগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন। তাহাতে পতিবিয়োগে খিন্ন হইয়া দেবাঙ্গনাগণ আপনার নবম অবতার বুদ্ধমূর্তিকেই নমস্কার বিধান করিতেছেন। (তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞবিধির নিন্দা করিবেন, সুতরাং দেবগণকে আর তাঁহাদের নিকট হইতে মর্তে যাইতে হইবে না, অতএব তাঁহাদিগকে পতিবিরহ ব্যথা ভোগ করিতে হইবে না।)

৩১। **শ্রীকৃষ্ণ—শূর।** যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শূর বলা হয়। যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহী, যথা—

পৃথু সমরসরো বিগাহ্য কুর্বন্
দ্বিষদরবিন্দবনে বিহারচর্য্যাম্।

স্ফুরসি তরল বাহুদণ্ডশুণ্ড-
স্তমঘবিদারণ বারণেন্দ্রলীলঃ ॥

হে অঘনাশন কৃষ্ণ! তুমি গজেন্দ্রের ন্যায় লীলা বিস্তার পূর্বক যুদ্ধরূপ বিস্তৃত সরোবরে বিহার কালে চঞ্চল বাহুদণ্ডরূপ শুণ্ডদ্বারা বিপক্ষরূপ পদ্মবনকে মর্দন করিয়া অত্যন্ত স্ফূর্তিশীল হইতেছ।

অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণতার উদাহরণ—

ক্ষণাদক্ষৌহিণীবৃন্দে জরাসন্ধস্য দারুণে।
দৃষ্টঃ কোঽপ্যত্র নাদষ্টো হরেঃ প্রহরণাহিভিঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য অস্ত্র প্রয়োগ-নৈপুণ্য!) ক্ষণকাল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্ররূপ সর্পকর্তৃক দষ্ট হয় নাই, জরাসন্ধের (ত্রয়োবিংশ) অক্ষৌহিণী দারুণ সেনাবৃন্দ মধ্যে এরূপ একটীও নাই, অর্থাৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বানে বিদ্ধ হইয়াছে।

৩২। **শ্রীকৃষ্ণ—করুণ।** যিনি অপরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে করুণ বলে। যথা,—

রাজ্ঞামগাধগতিভি-র্মগধেন্দ্রকারা-
দুঃখান্ধকার পটলৈঃ স্বয়মন্ধিতানাম্।
অক্ষীণি যঃ সুখময়ানি ঘৃণী ব্যতানী-
দন্দে তমদ্য যদুনন্দন-পদ্মবন্ধুম্ ॥

(নির্যাণকালে শ্রীভীষ্মের উক্তি—) যিনি করুণাপ্রকাশ পূর্বক মগধরাজ জরাসন্ধের কারাগৃহরূপ অগাধ দুঃখময় অন্ধকার সমূহে অন্ধীভূত নৃপতিবৃন্দের নয়ন সমূহকে সুখময় স্বরূপে বিকশিত করিয়াছেন, সেই যদুনন্দন-কৃষ্ণসূর্যকে আমি অদ্য বন্দনা করিতেছি।

আর একটি উদাহরণ—

স্খলন্নয়নবারিভি-র্বিরচিতাভিষেকশ্রিয়ে
ত্বরাভরতরঙ্গতঃ কবলিতাত্মবিস্ফূর্তয়ে।
নিশান্ত শরশায়িনা স্বরসরিৎসুতেন স্মৃতেঃ
সপত্ত্ববশবর্ম্মণো ভগবতঃ কৃপায়ৈ নমঃ॥

যখন গঙ্গাতনয় ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ শর শয্যায় শয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ অবশ হয় এবং তন্নিবন্ধন তিনি এরূপ কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের ঐ অবস্থা দর্শনে তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং তাহাতেই তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অভিষিক্ত হইয়া ব্যস্ততা সহকারে যাইতে যাইতে আত্মস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকে নমস্কার করি।

৩৩। **শ্রীকৃষ্ণ—মান্যমানকৃৎ।** গুরু-ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধাদির পূজক মান্যমানকৃৎ-নামে খ্যাত। যথা,—

অভিবাদ্য গুরোঃপদাম্বুজং পিতরং পূর্বজমপ্যথানতঃ।
হরিরঞ্জলিনা তথা গিরা যদুবৃদ্ধাননমৎ ক্রমাদয়ম্॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গুরু সান্দীপনি মুনির পাদপদ্ম অভিবাদন করিয়া তৎপরে পিতা ও অগ্রজের চরণে প্রণত হইলেন, অতঃপর বদ্ধাঞ্জলি ও বাক্যদ্বারা যদুবৃদ্ধগণকে ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিলেন।

৩৪। **শ্রীকৃষ্ণ—দক্ষিণ।** সুস্বভাব ও সুকোমল চরিত ব্যক্তি—দক্ষিণ-বিশেষণে বিশেষিত। যথা—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।

আবিষ্করোতি পিশুনেষপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্ ॥

(অক্রুর স্যমন্তক মনিহরণ পূর্বক কাশীতে প্রস্থান করিলে তাঁহার নিকটে শ্রীউদ্ধবের পত্র—অহো ! শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য স্বভাব !) শ্রীকৃষ্ণ ভৃত্যের গুরুতর অপরাধও গণ্য করেন না, পক্ষান্তরে ভৃত্যের কৃত অল্প সেবাও বহু মানন করেন। খল ব্যক্তির প্রতি তাঁহার অসূয়া নাই। অতএব এই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুশীলতায় অতিশয় নির্মলচেতা।

৩৫। **শ্রীকৃষ্ণ—বিনয়ী।** ঔদ্ধত্যপরিহারকারী বিনয়ী-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যথা, মাঘকাব্যে শিশুপাল বধে (১৩।৭)—

অবলোক এব নৃপতেঃ সুদূরতো
রভসাদ্রথাদবতরী তুমিচ্ছতঃ।
অবতীর্ণবান্ প্রথমমাত্মনা হরি-
র্বিনয়ং বিশেষয়তি সম্ভ্রমেণ সঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের নিমিত্ত দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার কালে) দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠির বেগে রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রেই স্বীয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া সম্ভ্রম প্রকাশপূর্বক কেবল নিজের বিনয়কেই বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন।

৩৬। **শ্রীকৃষ্ণ—হ্রীমান্।** কন্দর্পকেলি অন্যের অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাত হইয়াছে মনে করিয়া, অথবা কেহ স্তব করিলে যিনি অধৃষ্টতা বা দুর্বুদ্ধ-স্বভাবে সঙ্কোচবোধ করেন, তাঁহাকে হ্রীমান্ বলা হয়।

যথা, ললিতমাধবে—

দরোদঞ্চদ্‌গোপীস্তনপরিসরপ্রেক্ষণভরাৎ
করোৎকম্পাদীষচ্চলতি কিল গোবর্ধনগিরৌ।
ভয়ার্তৈরারব্ধস্তুতিরখিলগোপৈঃ স্মিতমুখং
পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ॥

গোবর্ধন ধারণপূর্বক অবস্থানকালে গোপীগণের ঈষদুদ্গত স্তনের দর্শনাবেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত হইতে থাকিলে গিরিরাজ গোবর্ধনও ঈষৎ কম্পিৎ হইতেছিল; তদ্দর্শনে গোপগণ ভয়ার্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবর্ধক স্তব আরম্ভ করিলে শ্রীবলরাম সহসা হাস্য করিলেন। তদ্দর্শনে (অগ্রজ শ্রীবলরাম বুঝি আমার হস্তকম্পন কারণ অবগত হইয়াছেন, এই আশঙ্কায়) লজ্জায় অবনত বদন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্।

৩৭। **শ্রীকৃষ্ণ—শরণাগত পালক।** যিনি শরণাগত জনগণকে পালন করেন, তিনি শরণাগত পালক। যথা,—

জ্বর পরিহর বিত্রাসং ত্বমত্র সমরে কৃতাপরাধোঽপি।
সদ্যঃ প্রপদ্যমানে যদিন্দবতি যাদবেন্দ্রোঽয়ম্॥

ওহে জ্বর! তুমি যুদ্ধে (শ্রীকৃষ্ণের চরণে) অপরাধী হইলেও ত্রাস বিশেষরূপে পরিত্যাগ কর। কারণ, এই যাদবেন্দ্র প্রপন্ন জনগণকে সদ্যই চন্দ্রবৎ আচরণ অর্থাৎ সুস্নিগ্ধ করিয়া থাকেন।

৩৮। **শ্রীকৃষ্ণ—সুখী।** যিনি ভোক্তা এবং যাঁহাকে দুঃখলেশ মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সুখী।

(ক) তন্মধ্যে ভোক্তা, যথা—

রত্নালঙ্কারভারস্তব ধনদমনোরাজ্যবৃত্ত্যাপ্যলভ্যঃ
স্বপ্নে দম্ভোলিপাণেরপি তুরধিগমং দ্বারি তৌর্যত্রিকঞ্চ।
পার্শ্বে গৌরী গরিষ্ঠাঃ প্রচুরশশিকলাঃ কান্তসর্বাঙ্গভাজঃ
সীমন্তিন্যশ্চ নিত্যং যতুবর ভুবনে কস্ত্বত্তোস্তি ভোগী॥

(বন্দিগণ স্তুতি করিতেছেন—) হে যতুবর ! তোমার (শ্রীঅঙ্গে) যে সকল রত্নালঙ্কার দেখিতেছি, তাহা ধনদ কুবেরের মানসরাজ্যেরও অগোচর ; তোমার দ্বারে যে সকল নৃত্যগীতবাদ্যাদি হইতেছে, তাহা ইন্দ্রেরও স্বপ্নের অগম্য ; তোমার পার্শ্বে অবস্থিত সীমন্তিনীগণ গৌরী হইতেও গরিষ্ঠ, যেহেতু সম্ভোগকালে মহাদেবের ললাটস্থিত মাত্র একটী চন্দ্রকলা গৌরীদেহে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু এই বরনারী-গণের অঙ্গে তোমাকর্তৃক প্রদত্ত নখচিহ্নরূপ বহু শশিকলা বিরাজমানা ; গৌরী নিজকান্তের অর্ধাঙ্গভাগিনী মাত্র, আর এই পুরসুন্দরীগণ কান্তের সর্বাঙ্গই ভোগ করেন ; সুতরাং ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় আর ভোগী কে হইতে পারে ?

(খ) দুঃখগন্ধলেশশূন্য ; যথা,—

ন হানিং ন গ্লানিং নিজগৃহকৃত্য-ব্যসনিতাং
নঘোরং নোদ্ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি।
বরাঙ্গীভিঃ সাঙ্গীকৃত সুহৃদনঙ্গাভিরভিতো
হরিবৃন্দারণ্যে পরমনিসমুচ্চৈর্বিহরতি॥

(যজ্ঞপত্নীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কোনও দ্যুতির রহস্যোক্তি—) হে দ্বিজপত্নীগণ ! শ্রীকৃষ্ণের কোনও বিষয়ে হানি বা গ্লানি নাই, নিজ-কার্যব্যাপারেও তিনি জড়িত নহেন, তাহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই, তাঁহার চিন্তাও কিছুমাত্র নাই, সাংসারিক কোন দুঃখই তিনি

জানেন না; তিনি কেবল (স্বীয় হৃদয়স্থ) কন্দর্পসৌহৃদ্যে পরিপূর্ণ বরাঙ্গনাগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনে পরমানন্দে কেবল নিত্য বিহারই করিতেছেন।

৩৯। **শ্রীকৃষ্ণ—ভক্তসুহৃৎ।** ভক্তসুহৃৎ দুই প্রকার—সুসেব্য ও দাসবন্ধু। তন্মধ্যে সুসেব্য, যথা বিষ্ণুধর্মে—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোভক্তবৎসলঃ॥

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ একটী মাত্র তুলসীদল অথবা এক গণ্ডুষ জলের বিনিময়ে ভক্তের নিকটে নিজের আত্মাও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

দাসবন্ধু, যথা ভাঃ ১৷৯৷৩৭—

স্বনিগম মপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোহভ্যায়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥

(শরশয্যায় নির্যাণকালে ভীষ্মের উক্তি—) (আমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না, এই) নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও আমার প্রতিজ্ঞা (শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইবই) সত্য করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে অবস্থান করিতে করিতেই সহসা অবতরণপূর্বক রথচক্র ধারণ করিয়া হস্তিবধোদ্যত সিংহের ন্যায় আমাকে হত্যা করিতে সবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন; তৎকালে তাঁহার পদ-ভরে পৃথিবী কাপিতেছিল এবং ক্রোধাবেশে তাঁহার উত্তরীয়টীও পথিমধ্যে পতিত হইয়াছিল।

৪০। **শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমবশ্য।** যিনি সেবাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল প্রিয়তামাত্রেই বশীভূত, তিনি প্রেমবশ্য। যথা, ভাঃ ১০।৮০।১৯—

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনিবৃতঃ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দুন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ॥

প্রিয়সখা বিপ্রবর শ্রীদামার অঙ্গসংস্পর্শে অতি সুখলাভ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আর একটী উদাহরণ, ভাঃ ১০।৯।১৮,—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

(শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনার্থ) মাতা যশোদার পরিশ্রমে শরীর ঘর্মাক্ত এবং কবরীবন্ধন শিথিল ও তত্রস্থ পুষ্প-মাল্য স্খলিত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া কৃপাপূর্বক স্বয়ং বন্ধনগ্রস্ত হইলেন।

৪১। **শ্রীকৃষ্ণ—সর্বশুভঙ্কর।** যিনি সকলের হিতকারী, তিনি সর্বশুভঙ্কর। যথা,—

কৃতাঃ কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ খলক্ষয়ৈর্নাখিল ধার্মিকাশ্চ।
বপুর্বিমর্দেন খলাশ্চযুদ্ধে ন কস্য পথ্যং হরিণা ব্যধায়ি॥

(শ্রীকৃষ্ণের -স্বধাম গমনান্তর শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) যিনি স্বীয় গুণ প্রচারময় বিনোদনে আত্মারাম মুনিগণকে, খল জনের ক্ষয় করিয়া ধার্মিকগণকে এবং যুদ্ধে দেহ বিমর্দন করিয়া খলদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কাহার না হিতসাধন হইয়াছে ?

৪২। **শ্রীকৃষ্ণ—প্রতাপী।** যিনি স্বীয় পৌরুষদ্বারা শত্রুগণকে প্রতপ্ত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি প্রতাপী বলিয়া খ্যাত। যথা,—

ভবতঃ প্রতাপতপনে ভুবনং কৃষ্ণ প্রতাপয়তি।
ঘোরাসুরঘূকানাং শরণমভূৎ কন্দরাতিমিরম্॥

হে কৃষ্ণ! তোমার প্রতাপরূপ সূর্য পৃথিবীতে প্রকাশিত হইলে ভয়ঙ্কর দৈত্যরূপ পেচক সকল পর্বত গুহায় অন্ধকারকেই আশ্রয় করিয়াছে।

[শ্রীকৃষ্ণের ৪নং গুণ 'তেজস্বিতা'র অন্তর্গত সর্বপরাজয়কারিণী অবস্থাকে 'প্রভাব' বলা হইয়াছে ; প্রতাপ-শব্দে সেই প্রভাবের খ্যাতিই লক্ষিত।]

৪৩। **শ্রীকৃষ্ণ—কীর্তিমান্।** যিনি স্বীয় নির্মল যশে বিখ্যাত, তাঁহাকে কীর্তিমান্ বলিয়া কীর্তন করা হয়। যথা,—

তদ্‌যশঃকুমুদবন্ধুকৌমুদী-শুভ্রভাবমভিতো নয়ন্ত্যপি।
নন্দনন্দন কথং নু নির্মমে কৃষ্ণভাবকলিলং জগত্রয়ম্॥

হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! তোমার যশোরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না চতুর্দিকে শুভ্রতা বিস্তার করিয়াও কেন জগত্রয়কে কৃষ্ণবর্ণে ব্যাপ্ত করিল (অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক ভাবভক্তিতে পূর্ণ করিল)। (এখানে বিরোধাভাস-অলঙ্কার)।

আর একটী উদাহরণ, ললিতমাধবে—

ভীতারুদ্রং ত্যজতিগিরিজা শ্যামমপেক্ষ্য কণ্ঠং
শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতা নীলবাসাঃ।
ক্ষীরং মত্বা শ্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর যশসি তে বীণয়া নারদেন॥

হে দামোদর শ্রীকৃষ্ণ! (কি আশ্চর্য!) (দেবর্ষি) নারদ কর্তৃক বীণাসহযোগে তোমার যশ কীর্তিত হইতে থাকিলে রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ

দেখিতে না পাইয়া পার্বতী ভীতিবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, নীলবস্ত্র-পরিহিত শ্রীবলদেব স্বীয় বসন শুভ্র দেখিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং আভীরী গোপাঙ্গনাগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া দুগ্ধভ্রমে (নীলবর্ণ) যমুনার জলই আবর্তন করিতেছেন!! (কবিগণ যশের শুভ্রত্ব বর্ণন করিয়া থাকেন; এখানে সেই বর্ণন, প্রকৃত দর্শনে তাহা নহে)।

৪৪। **শ্রীকৃষ্ণ—রক্তলোক।** যিনি সমস্ত লোকের অনুরাগ-ভাজন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রক্তলোক বলিয়া থাকেন। যথা,—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটি প্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্-
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুত ॥

(প্রবাস হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তনে প্রেমিক প্রজাবৃন্দ বলিলেন,—) হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন বন্ধুগণের দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে বা মথুরায় (অর্থাৎ মাথুরমণ্ডলে বা ব্রজমণ্ডলে-শ্রীবৃন্দাবনে) গমন করেন, তখন, হে অচ্যুত! আপনার বিরহে আমাদের ক্ষণকালও কোটী বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হয় এবং সূর্যব্যতীত চক্ষু যেরূপ অন্ধ হয়, আমরাও তদ্রূপ চতুর্দিকে অন্ধকার দেখি।

আর একটি উদাহরণ,—

আশীস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিরাস্তে মুনীনাং
দেবশ্রেণীস্তুতিকলকলো মেদুরঃ প্রাদুরস্তি।

হর্ষাদ্ঘোষঃ স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্
কেবা রঙ্গস্থলভুবি হরৌ ভেজিরে নানুরাগম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে মুনিবৃন্দের বদন হইতে 'জয় জয় জয়' ইত্যাকার আশীর্বচন উদগীর্ণ হইতে লাগিল, দেবগণের স্তুতিসমূহের নীবিড় কল কল ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতেছিল এবং সকল দিক্ হইতে মথুরানাগরীগণের হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কে না অনুরাগ ভাজন হইয়াছিল ?

৪৫। **শ্রীকৃষ্ণ—সাধুসমাশ্রয়।** যিনি সাধুগণেরই মাত্র পক্ষপাত করেন, তাঁহাকে সাধুসমাশ্রয় বলে। যথা,—

পুরুষোত্তম চেদবাতরিষ্যদ্
ভুবনেঽস্মিন্ন ভবান্ ভুবঃ শিবায়।
বিকটাসুরমণ্ডলান্ন জানে
সুজনানাং বত কা দশাভবিষ্যৎ ॥

হে পুরুষোত্তম! আপনি যদি পৃথিবীর কল্যাণার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর অসুরসমূহ হইতে সুজনগণের যে কি দশা উপস্থিত হইত অর্থাৎ কি প্রকার দুর্দশা হইত, তাহা জানি না।

৪৬। **শ্রীকৃষ্ণ—নারীগণমনোহারী।** যিনি সুন্দরীগণের মন হরণ করেন, তাঁহাকে নারীগণমনোহারী বলা হয়। যথা,—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাঞ্চ কিং পুনঃ ॥

(শ্রীশুকদেবের উক্তি—) (নারদাদি) ভক্তবিশেষদ্বারা বহুপ্রকারে কীর্তিত যাঁহার কথা শ্রবণমাত্রেই নারীগণের চিত্ত বলপূর্বক অপহৃত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার মহিষীগণের চিত্ত যে অপহৃত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

আর একটি প্রমাণ,—

তং চুম্বকোঽসি মাধব লোহময়ী নূনমঙ্গনা-জাতিঃ।
ধাবতি ততস্ততোঽসৌ যতো যতঃ ক্রীড়য়া ভ্রমসি ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি নিশ্চয়ই চুম্বকমণি এবং গোপাঙ্গনাগণ লৌহ-স্বরূপ। কারণ ক্রীড়াব্যপদেশে তুমি যে দিকে যে দিকে ভ্রমণ কর, গোপাঙ্গনাগণও সেই দিকে সেই দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।

৪৭। **শ্রীকৃষ্ণ—সর্বারাধ্য।** যিনি সকলের অগ্রে পূজ্য, তাঁহাকে সর্বারাধ্য বলা হয়। যথা, প্রথমস্কন্ধে,—

মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥

—মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকর্তৃক ব্যাপ্ত সভামধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যিনি সেই সকল মুনি ও রাজন্যবর্গকর্তৃক (অহো রূপ ! অহো মহিমা ! এইরূপ বিস্ময়কর উক্তির সহিত) অবলোকনীয় হইয়া সর্বাগ্রে পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হইয়াছেন। অহো ! আমার কি সৌভাগ্য !

৪৮। শ্রীকৃষ্ণ—সমৃদ্ধিমান্। যিনি মহা সম্পত্তিশালী, তিনি সমৃদ্ধিমান্। যথা,—

ষট্‌পঞ্চাশদ্‌যদুকুলভুবাং কোটয়স্তাং ভজন্তে
বর্ষন্ত্যষ্টৌ কিমপি নিধয়শ্চার্থজাতং তবামী।
শুদ্ধান্তশ্চ স্ফুরতি নবভির্লক্ষিতঃ সৌধলক্ষৈ-
র্লক্ষ্মীং পশ্যন্মুরদমন তে নাত্র চিত্রায়তে কঃ ॥

হে মুরদমন শ্রীকৃষ্ণ! ছাপ্পান্নকোটী যাদব তোমাকে ভজনা করিতেছেন, অষ্টনিধি নিরন্তর তোমার জন্য অর্থ-রাশি বর্ষণ করিতেছেন, তোমার নবলক্ষ অন্তঃপুর শোভা পাইতেছে; সুতরাং তোমার সম্পত্তি দেখিয়া এ জগতে কে না বিস্মিত হয়?

আর একটী উদাহরণ, বিল্বমঙ্গল-কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে,—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভুতিঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে অঙ্গনাগণের অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণের চরণ ভূষণ—চিন্তামণি, শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশোপযোগি-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসকল—পারিজাত বৃক্ষ এবং ধেনুসকল—কামধেনুবৃন্দ! অহো! শ্রীবৃন্দাবনের বিভুতি সুখসিন্ধুস্বরূপ।

৪৯। শ্রীকৃষ্ণ—বরীয়ান্। যিনি সকলেরই মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বরীয়ান্ বলা হয়। যথা—

ব্রহ্মন্নত্র পুরদ্বিষা সহ পুরঃ পীঠে নিষীদ ক্ষণং
তূষ্ণীং তিষ্ঠ সুরেন্দ্র চাটুভিরলং বারীশ দূরীভব।

এতে দ্বারি মুহুঃ কথং সুরগণাঃ কুর্বন্তি কোলাহলং
হন্ত দ্বারবতীপতেরবসরো নাদ্যাপি নিষ্পদ্যতে ॥

(শ্রীকৃষ্ণের দ্বারপাল ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিতেছেন,—) হে ব্রহ্মন্ ! আপনি শিবের সহিত এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন্ ; হে দেবেন্দ্র ! ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করুন্ ; হে বরুন ! আপনি দূরে যান ; হে দেবগণ ! আপনারা দ্বারদেশে পুনঃ পুনঃ এত কোলাহল করিতেছেন কেন ? (দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—) হায় ! এখনও দ্বারকাধীশের অবসর হইল না।

৫০। **শ্রীকৃষ্ণ—ঈশ্বর।** স্বতন্ত্র ও দুর্লজ্ঝ্যাজ্ঞভেদে ঈশ্বর দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, যথা—

কৃষ্ণঃ প্রসাদমকরোদপরাধ্যতেঽপি
পাদাঙ্কমেব কিল কালিয়পন্নগায়।
ন ব্রহ্মণে দৃশমপি স্তবতেঽপ্যপূর্বং
স্থানে স্বতন্ত্রচরিতো নিগমৈ-র্নুতোঽয়ম্ ॥

কালিয়নাগ অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তকে পদাঙ্কদ্বারা তাহাকে অনুগ্রহই করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ব্রহ্মা অপূর্ব স্তব করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দৃক্পাতও করেন নাই। ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, কারণ বেদসকল তাঁহাকে স্বতন্ত্রচরিত্র বলিয়াই স্তব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্লজ্ঝ্যাজ্ঞ, যথা (ভা ৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর; তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। তিনি স্বীয় চিদ্‌রাজ্য-লক্ষ্মীসেবিত এবং (স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে) পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপালগণ পূজোপহার সমর্পণপূর্বক (প্রণামকালীন) কোটি কোটি কিরীট-সংঘট্ট-ধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন।

আর একটী উদাহরণ—

নব্যে ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে সৃজতি বিধিগণঃ
সৃষ্টয়ে যঃ কৃতাজ্ঞো
রুদ্রৌঘঃ কালজীর্ণে ক্ষয়মবতনুতেঃ
যঃ ক্ষয়ায়ানুশিষ্টঃ।
রক্ষাং বিষ্ণুস্বরূপা বিদধতি তরুণে
রক্ষিণো যে ত্বদংশাঃ
কংসারে সন্তি সর্বে দিশি দিশি ভবতঃ
শাসনেঽজাণ্ডনাথাঃ॥

হে কৃষ্ণ! সৃষ্টির নিমিত্ত তোমার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাগণ নূতন নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন; বিনাশার্থ আজ্ঞা পাইয়া রুদ্রগণ কালক্রমে জীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সকল ধ্বংস করিতেছেন এবং তোমার বিষ্ণু স্বরূপ অংশগণ রক্ষকরূপে তরুণ ব্রহ্মাণ্ডগণের রক্ষা অর্থাৎ পালন করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড-পতিগণ তোমারই আদেশে দিকে দিকে অবস্থান করিতেছেন।

৫১। শ্রীকৃষ্ণ—সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত। যিনি মায়াকার্যে বশীকৃত নহেন, তিনি সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত। যথা, (ভাঃ ১।১১।৩৮)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

—(মহাভাগবতগণের) ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেরূপ মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না, সেইরূপ (সর্ববশীকারী) শ্রীভগবানের ইহাই ঐশ্বর্য যে, তিনি (অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টাদি কার্যে) প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রকৃতির ঃ(সত্ত্ব রজো তমো) গুণত্রয়ে বশীভূত নহেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বহিরঙ্গা মায়া ও তৎকার্য হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

৫২। শ্রীকৃষ্ণ—সর্বজ্ঞ। পরচিত্তস্থিত এবং দেশকালাদির ব্যবধানযুক্ত হইলেও যিনি সকল বিষয়ই জানিতে পারেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। যথা, (ভাঃ ১।১৫।১১)—

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥

(অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—) যে দুর্বাসা ঋষি দশ সহস্র শিষ্যের অগ্রে সমপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন, (আমাদের শত্রু) দুর্যোধন (আমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য) ষড়যন্ত্র করিয়া সেই দুর্বাসাকে আমাদের নিকটে বনে অতিথিরূপে প্রেরণ করিলে চিন্তাকাতরা দ্রৌপদীর স্মরণমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়স্থিতা রুক্মিণীদেবীকে ত্যাগ করতঃ বনমধ্যে (আমাদের নিকটে) আগমনপূর্বক দ্রৌপদীর সূর্যদত্ত পাকস্থলীর কণ্ঠলগ্ন কণামাত্র শাকান্ন ভোজন করিলে অঘমর্ষণ-স্নানার্থ জলনিমগ্ন দুর্বাসাদি ঋষিগণ (নিজেরা পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং) ত্রিলোকস্থিত সকলকেই তৃপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এইরূপে সহজেই কোপন

স্বভাব দুর্বাসার শাপরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৫৩। **শ্রীকৃষ্ণ—নিত্যনূতন।** যিনি সর্বদা অনুভূয়মান হইয়াও স্বীয় মাধুর্যদ্বারা অননুভূয়বৎ প্রতীয়মান হন এবং সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন, তাঁহাকে 'নিত্যনূতন' বলা হয়। যথা, (ভাঃ ১।১১।৩৩)—

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রি যুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যচ্ছ্রী-র্ন জহাতি কর্হিচিৎ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও পত্নীগণের সমীপে নির্জনে সর্বদা অবস্থান করিতেন, তথাপি তাঁহার পাদপদ্মযুগল (তাঁহাদের নিকটে) প্রতিক্ষণে নবনবায়মান বলিয়াই বোধ হইত। কারণ, চঞ্চলস্বভাবা হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষীদেবী যে পাদপদ্ম কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কোন্ নারী (দর্শন লাভান্তে) সেই পদযুগলের সেবা হইতে বিরত হইবেন? আর একটি উদাহরণ (ললিতমাধবে)—

কুলবর-তনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা
মরকতমণিলক্ষৈ-র্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥

(মুহুর্মুহু শ্রীকৃষ্ণানুভূতিবতী) বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—হে সুমুখি! আমাদের সম্মুখবর্তী এই অপূর্ব বিশ্বকর্মা কে? ইনি কুলাঙ্গনাগণের ধর্মরূপ পাষাণসমূহকে স্বীয় দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ

অপাঙ্গরূপ (পাষাণ-বিদারণ অস্ত্র) টঙ্কের সূক্ষ্মাগ্র ভাগ দ্বারা ভেদ করিয়া একই কালে লক্ষ লক্ষ মরকতমণিদ্বারা এই গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ খচিত করিতেছেন।

৫৪। **শ্রীকৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ।** সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ—চিদানন্দঘনাকৃতি। সৎ-শব্দে সর্বকালদেশব্যাপকত্ব, চিৎ-শব্দে স্বপ্রকাশত্ব-দ্বারা অজড়ত্ব এবং আনন্দ-শব্দদ্বারা নিরুপাধিপ্রেমাস্পদ সর্বাংশত্ব সূচিত হইতেছে।

এতদ্দ্বারা জড়বস্তুর স্পর্শশূন্যত্ব বুঝাইতেছে। অতএব যিনি সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বপ্রকাশ এবং নিরুপাধি-প্রেমভাজন হইয়া অন্য বস্তু স্পর্শরহিত অর্থাৎ চিন্ময় আনন্দঘনমূর্তি, তিনিই সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ। যথা,—

ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে
যদ্ব্রহ্মসৌখ্যং স্বয়মস্ফুরৎ পরম্।
তদ্ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতিঃ
শ্যামোঽয়মামোদভরঃ প্রকাশতে ॥

(পাতঞ্জল দর্শনে সাধনপাদে তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষও অভিনিবেশরূপ) পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে ব্রহ্মসুখ স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহাকেও ব্যর্থ অর্থাৎ আবৃত করিয়া এই যে প্রমোদভরস্বরূপ শ্যাম প্রকাশিত হইতেছেন, ইনি কে ?

আর একটী উদাহরণ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তিনিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম কোটীব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল (নিরুপাধি) অনন্ত-অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ('ব্রহ্ম'-শব্দে ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করেন, পৃথগ্‌ভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, পক্ষান্তরে) সর্ব শ্রুতি-স্মৃতির উদাহরণদ্বারা সেই ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া কীর্তন করেন, যথা, যামুনাচার্যস্তোত্র—

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ য-
দ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ॥

(হে ভগবন্!) ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যাবতীয় বস্তু, ক্রমশঃ দশ-দশ-গুণ-প্রমাণিত পৃথিব্যাদি আবরণসমূহ, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়, প্রধান, পুরুষ অর্থাৎ সমষ্টি জীব, পর (শ্রেষ্ঠ) পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ এবং পরাৎপর ব্রহ্ম (অধিকারিবিশেষে ভগবানের নির্বিশেষ অর্থাৎ জড়বিশেষরহিত অসম্যক্ আবির্ভাববিশেষ) ইহারা সকলেই তোমারই বিভূতি।

৫৫। **শ্রীকৃষ্ণ—সর্বসিদ্ধিনিষেবিত।** যিনি যাবতীয় সিদ্ধিকে স্বীয় বশীভূত করিয়াছেন, তিনি সর্বসিদ্ধিনিষেবিত। যথা,—

দশভিঃ সিদ্ধিসখীভির্বৃতা মহাসিদ্ধয়ঃ ক্রমাদষ্টৌ।
অণিমাদয়ো লভন্তে নাবসরং দ্বারি কৃষ্ণস্য ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত) অনুর্মিমত্ত্বাদি দশটি সিদ্ধিরূপা সখীকর্তৃক পরিবৃত ক্রম-প্রাপ্ত অনিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারদেশে প্রবেশের অবসর লাভ করিতে সমর্থ নহে।

৫৬। **শ্রীকৃষ্ণ—অবিচিন্ত্যমহাশক্তি।** দিব্যস্বর্গাদির কর্তৃত্ব, ব্রহ্ম-রুদ্রাদির মোহন এবং ভক্তগণের প্রারব্ধখণ্ডন ইত্যাদিকে অবিচিন্ত্যশক্তি বলে। তন্মধ্যে দিব্যস্বর্গাদি-কর্তৃত্ব, যথা—

আসীচ্ছায়াদ্বিতীয়ঃ প্রথমমথ বিভুর্বৎসডিম্ভাদিদেহা-
নংশেনাংশেন চক্রে তদনু বহুচতুর্বাহুতাং তেষু তেনে।
বৃত্তস্তত্ত্বাদিবীতৈরথ কমলভবৈঃ স্তূয়মানোঽখিলাত্মা
তাবদ্‌ব্রহ্মাণ্ডসেব্যঃ স্ফুটমজনি ততো যঃ প্রপদ্যে তমীশম্॥

(ব্রহ্মমোহনলীলায়) প্রথমতঃ (নরলীলাপ্রযুক্ত) শ্রীবিগ্রহের ছায়ায়ই যাঁহার দ্বিতীয়, অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ একাকী ছিলেন, অনন্তর যিনি অংশাংশে গোবৎস ও গোপবালকাদির দেহ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহাদের দেহে চতুর্বাহু মূর্তি বিস্তার করিয়াছেন, তৎপরে তত্ত্বজ্ঞানরহিত বহু বহু ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া যিনি তৎসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, আমি সেই বিভুবিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম।

ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির মোহন, যথা—

মোহিতঃ শিশুকৃতৌ পিতামহো হন্ত শম্ভুরপি জৃম্ভিতো রণে।
যেন কংসরিপুণাদ্য তৎপুরঃ কে মহেন্দ্র বিবুধা ভবদ্বিধাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে পারিজাত প্রত্যানয়নের নিমিত্ত ইন্দ্র প্রৌঢ়িপ্রলাপ করিলে শ্রীনারদ হাস্যচ্ছলে তাঁহাকে বলিতেছেন—) হে মহেন্দ্র! (পিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার সখা গোপশিশুগণকে হরণ করিলে)

যিনি সেইসকল শিশু প্রকট করিয়া পিতামহকে মোহিত করিয়াছেন, বানযুদ্ধে যাঁহা কর্তৃক শম্ভু জৃম্ভিত অর্থাৎ অলস বা অবশ হইয়াছেন, সেই কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অদ্য তোমার মত দেবতাসকল কোথাকার কে?

ভক্তপ্রারব্ধ-বিধ্বংস, যথা—

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম নিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসন পুরস্মৃতঃ॥

(যমের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) হে মহারাজ! আমার গুরুপুত্র নিজ প্রারব্ধ কর্মফলে এ-স্থানে আনীত হইয়াছেন; আপনি আমার বাক্য মান্য করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করুন।

দ্রষ্টব্য—পিতার সম্বন্ধে অথবা ভগবৎকৃপায় গুরুপুত্রও ভক্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভক্তের প্রারব্ধ কর্মফল ভোগও নিরস্ত হইল।

আদি-শব্দে দুর্ঘটঘটনাও, যথা—

অপি জনিপরিহীনঃ সূনুরাভীর ভর্তু-
র্বিভূরপি ভুজযুগ্মোৎসঙ্গপর্যাপ্তমূর্তিঃ।
প্রকটিত বহুরূপোঽপ্যে করূপঃ প্রভুর্মে
ধিয়ময়মবিচিন্ত্যানন্তশক্তির্ধিনোতি॥

যিনি জন্মরহিত হইয়াও শ্রীনন্দমহারাজের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সর্বব্যাপক হইয়াও মা যশোদার ভুজযুগলমধ্যবর্তি-ক্রোড়েই পর্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, বহুরূপে প্রকট হইয়াও সর্বদাই একরূপ, সেই অবিচিন্ত্য অনন্তশক্তি মদীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার বুদ্ধি মোহিত করিতেছেন।

৫৭। **শ্রীকৃষ্ণ—কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ।** যাঁহার বিগ্রহ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডযুক্ত এবং সর্ববৈকুণ্ঠব্যাপক, তাঁহাকে কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলা হয়। ইঁহাতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের (১৯৮ শ্লোকে কীর্তিত) বিভূত্বই কীর্তন করা হইল। যথা সেই দশম স্কন্ধে—

> কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
> সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
> ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
> বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্তব করিতেছেন—) হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটের মধ্যবর্তী, সপ্তবিতস্তিপরিমিত শরীরধারী এই ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়?

আর একটি উদাহরণ, যথা—

> তত্ত্বৈর্ব্রহ্মাণ্ডমঢ্যং সুরকুলভুবনৈশ্চাঙ্কিতং যোজনানাং
> পঞ্চাশৎকোট্যখর্বক্ষিতিখচিতমিদং যচ্চ পাতালপূর্ণম্।
> তাদৃগ্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাযুতপরিচয়ভাগেককক্ষং বিধাত্রা
> দৃষ্টং যস্যাত্র বৃন্দাবনমপি ভবতঃ কঃ স্তুতৌ তস্য শক্তঃ ॥

হে কৃষ্ণ! এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসম্মিলিত, দেবগণের ভুবন-সমূহে অঙ্কিত, পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডখচিত এবং সপ্তপাতালে পরিপূর্ণ; এতাদৃশ অযুতলক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় অর্থাৎ আকারযুক্ত এক একটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ভবদীয় বৃন্দাবনের কিয়দংশ মাত্রই ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; সুতরাং আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে?

৫৮। **শ্রীকৃষ্ণ—অবতারাবলীবীজ।** অবতার সমূহের বীজকে অবতারী বলা হয়। যথা, শ্রীগীতগোবিন্দে,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

যিনি (মৎস্যরূপে) বেদোদ্ধার, (কূর্মরূপে) পৃষ্ঠে পৃথিবীধারণ, (বরাহরূপে) দন্তোপরি পৃথিবীধারণ, (নৃসিংহরূপে) হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ, (বামনরূপে) বলিকে ছলনা, (পরশুরামরূপে) ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস, (রামরূপে) রাবন-সংহার, (বলদেবরূপে) হলগ্রহণ, (বুদ্ধরূপে) কারুণ্যবিস্তার এবং (কল্কিরূপে) ম্লেচ্ছনিধন করিয়া থাকেন, সেই দশবিগ্রহ প্রকটকারী অবতারী হে কৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

৫৯। **শ্রীকৃষ্ণ—হতারিগতিদায়ক।** যিনি শত্রুগণকে নিহত করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকে হতারি-গতিদায়ক বলা হয়। (শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত এস্থলে মুক্তি শব্দটী উপলক্ষণে মাত্র বলা হইয়াছে। পুতনাদিতে ভক্তিদাতৃত্বও জানা যায়)। যথা,—

পরাভবং ফেনিলবক্ত্রতাঞ্চ
বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ড মৌলে
ত্বং শাত্রবানামপবর্গদোঽসি॥

হে শিখিপিচ্ছধারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি শত্রুগণের প্রতি পরাভব, ফেনযুক্ত মুখ, বন্ধন, ভয় ও মরণ বিধানপূর্বক পবর্গ দাতা হইয়াও তাঁহাদিগের অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষদাতাও।

আর একটি উদাহরণ—

চিত্রং মুরারে স্বরবৈরিপক্ষস্তয়া সমন্তাদনুবদ্ধযুদ্ধঃ।
অমিত্রবৃন্দান্যবিভিদ্য ভেদং মিত্রস্য কুর্বন্নমৃতং প্রয়াতি॥

হে মুরারে! কি আশ্চর্যের বিষয়, দেবগণের শত্রুপক্ষ অসুরগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও তাহারা তাহাদের শত্রু তোমাকে ও তোমার পক্ষকে ভেদ না করিয়া মিত্র অর্থাৎ সূর্যকে ভেদ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছে।

৬০। **শ্রীকৃষ্ণ—আত্মারামগণাকর্ষী।** আত্মারামগণাকর্ষী শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে। (যিনি জ্ঞানিগণকে আকর্ষণ করেন তাঁহাকে আত্মারামগণাকর্ষী বলা হয়।) যথা—

পূর্ণ-পরমহংসং মাং মাধব লীলামহৌষধির্ঘ্রাতা।
কৃত্বা বত সারঙ্গং ব্যধিত কথং সারসে তৃষিতম্॥

কি আশ্চর্য! আমি পূর্ণ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং পরমহংস হইলেও মাধবের লীলারূপ মহৌষধি আমাকর্তৃক আঘ্রাত অর্থাৎ আস্বাদনীয় হইয়া আমাকে কিরূপে ভক্তরূপে স্থাপন পূর্বক ভক্তিরসে তৃষিত করিল। (সহজ অর্থ) পূর্ণব্রহ্মানুভবী আমাকেও শ্রীকৃষ্ণলীলামহৌষধি ভক্ত করিয়া ভক্তিরসে তৃষিত করিয়াছে। অপর একটী অর্থ,—কি আশ্চর্য! আমি (ব্রহ্মানন্দলাভে স্পৃহাশূন্য হইয়া) পূর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ মহৌষধি আমাকে পরমহংস (পক্ষি-বিশেষ) ও সারঙ্গ (চাতক) করিয়া আবার সারসে অর্থাৎ কমলে তৃষ্ণাযুক্ত করিল। হংসের চাতক হওয়া, আবার তাহার (পদ্মনালের পরিবর্তে) পদ্মের তৃষ্ণাযুক্ত হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়।

৬১। **শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য।** যথা, বৃহদ্বামনে—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—) যদিও আমার সেই সেই অর্থাৎ জন্মাদি সকল লীলাই মনোহর এবং প্রচুররূপে বিদ্যমান, তথাপি রাসলীলা স্মরণ হইলে আমার মন যে কি প্রকার হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আর একটি উদাহরণ—

পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্রলক্ষ্মীপতে-
স্তথা ভূবন নন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতি প্রকরবর্ধনঃ কিন্তু মে
বিভর্তিহৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ ॥

(উদ্ধব বলিতেছেন—) লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং তদীয় জগদানন্দকারী অবতারগণের সুন্দর চরিত্র প্রকৃষ্টরূপে স্ফুরিত হউক। কিন্তু যাহা হরির অর্থাৎ শ্রীদ্বারকানাথেরও চমৎকাররাশিবর্ধনকারী, (নন্দ নন্দনের) সেই রাসলীলারস আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় বিস্ময়ই ধারণ অর্থাৎ আনয়ন করিতেছে।

৬২। **শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়-প্রিয়জন-বেষ্টিতত্তা** অর্থাৎ প্রেম-বশতঃ প্রিয়াধিক্য (প্রেমমাধুরী)। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥

(গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—) হে প্রিয়! দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের

নিকটে একযুগ বলিয়া বোধ হয়। আবার দিনান্তে যখন তোমার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীবদনমণ্ডল দর্শন করি, তখন (নিমেষমাত্র ব্যবধান অসহ্য হওয়ায়) আমাদের নিকটে পক্ষ-নির্মাতা বিধাতাকেও বিবেকহীন বলিয়া প্রতীত হয়। (শ্লোকস্থিত জড়-শব্দের অর্থ নির্বিবেক—দুঃখপ্রদানকারী)।

আর একটি উদাহরণ—

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যধশত্রো সা ক্ষণার্ধবদগাত্তব সঙ্গে।
হা ক্ষণার্ধমপি বল্লবিকানাং ব্রহ্মরাত্রিততিবদ্বিরহেঽভূৎ ॥

হে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সহিত লীলাবিলাসকালে গোপীগণের নিকটে সেই ব্রহ্মরাত্রিসকলও ক্ষনার্ধবৎ গত হইয়াছিল। হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণার্ধকালও তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মরাত্রিসমূহের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হইতেছে।

৬৩। **শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য**। যথা, শ্রীদশমস্কন্ধে (১০।৩৫।১৫)—

সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥

(গোপীগণ বলিলেন,—হে যশোদে!) নানাবিধ গোপজনোচিত ক্রীড়ানিপুণ তোমার পুত্রটী যখন অধরবৃন্দে বংশী সংযোগ করিয়া বেণুবাদ্যবিষয়ে নিজ হইতেই অভ্যস্ত বিবিধ স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা, প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ বংশীর কলনিনাদ-শ্রবণে স্বয়ং সুপণ্ডিত হইয়াও ঐ রাগ-তাল-স্বরাদির তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গ্রীবা ও চিত্ত অবনত হয় এবং তাহারা মোহপ্রাপ্ত হন।

আর একটী উদাহরণ (বিদগ্ধমাধবে)—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্ মহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্ময়েন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভি-র্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি—মেঘসমূহের গতিরোধ, তুম্বুরুমুনিকে মুহুর্মুহু আশ্চর্যান্বিত, সনন্দনাদি যোগিগণকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদন, বলিরাজকে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির সহিত চঞ্চল এবং অনন্তদেবের শিরকম্পন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-ভিত্তি ভেদপূর্বক সর্বতোভাবে (দশদিকে) ভ্রমণ করিয়াছিল।

৬৪। **শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য।** যথা তৃতীয় স্কন্ধে (৩।২।১২)—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়া নামক চিচ্ছক্তি-প্রভাব প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বীয় মর্ত-লীলা-উপযোগী শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীবিগ্রহ এত মনোরম যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাহা সৌভাগ্য অতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং (কৌস্তুভমণি প্রভৃতি) সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।

আর একটি উদাহরণ, শ্রীদশমস্কন্ধে (১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার সুমধুর পদও দীর্ঘমূর্ছনাযুক্ত অমৃতময় সংগীতে মোহিত হইয়া নিজ (পাতিব্রত্য) ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগতের মনোহরণকারি রূপদর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং পশুবৃন্দও পুলকিত হয়।

আর একটী উদাহরণ, যথা শ্রীললিতমাধবে,—

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

(মণিময়ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয়মূর্তি-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—) অহো! এই প্রগাঢ়মাধুর্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইহাকে দেখিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্ত হইতেছি এবং শ্রীরাধিকার ন্যায় ইঁহাকে উপভোগ অর্থাৎ বলপূর্বক আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণাকর্ষী পঞ্চবিংশ গুণ

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ-প্রধান।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৩।৮১

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার গুণও অনন্ত। অনন্তগুণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ যেমন মধুররসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের বিশেষ উল্লাসজনক, সেই প্রকার অনন্ত গুণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকার ২৫টি গুণ বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণ উদাহরণসহ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে শ্রীমতী রাধিকার পঞ্চবিংশ গুণ অনুশীলনের চেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গজনের কৃপাই এই অধম সেবকের একমাত্র সম্বল। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীরাধাপ্রকরণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নব-বয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসারাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্মপণ্ডিতা ॥

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥
গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা—১। মধুরা, ২। নবীনবয়সযুক্তা, ৩। চঞ্চল-নেত্রা, ৪। উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, ৫। সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, ৬। সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, ৭। সংগীতপ্রসারজ্ঞা, ৮। রমণীয় বাগ্‌বিশিষ্টা, ৯। নর্মগুণে পণ্ডিতা, ১০। বিনীতা ১১। করুণাপূর্ণা, ১২। চতুরা, ১৩। পাটবান্বিতা, ১৪। লজ্জাশীলা, ১৫। সুমর্যাদা, ১৬। ধৈর্যযুক্তা, ১৭। গাম্ভীর্যময়ী, ১৮। সুবিলাস-যুক্তা, ১৯। পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, ২০। গোকুল-প্রেমের বসতি, ২১। আশ্রয়জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্তযশোযুক্তা, ২২। গুরু-লোকে অর্পিত গুরুস্নেহবতী, ২৩। সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, ২৪। কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, ২৫। সর্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

১। **শ্রীরাধিকা—মধুরা** অর্থাৎ মাধুর্যবতী। যথা, 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসীর উক্তি—

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥

যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্বক গ্রাস করিতেছে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, যাঁহার (সুবর্ণবর্ণ) অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বুনদকে কষ্টদশায় নীত করিতেছে, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্তিলাভ করিতেছে।

উক্ত নাটকে পঞ্চম অঙ্কে মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্॥

চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়; পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে! আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্বদাই সৌন্দর্যে উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে? অর্থাৎ শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য অতুলনীয়।

২। **শ্রীরাধিকা—নববয়াঃ** অর্থাৎ কিশোরী। যথা, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীবৃন্দার উক্তি।

শ্রোণিঃ স্যন্দনতাং কৃশোদরি! কুচদ্বন্দ্বং ক্রমাচ্চক্রতাং
ভ্রূশ্চাপশ্রিয়মীক্ষণদ্বয়মিদং যাত্যাশুগত্বং তব।
সৈনাপত্যমতঃ প্রদায় ভুবি তে কামং পশূনাং পতিং
ধুন্বন্ জিত্বরমানিনং ত্বয়ি নিজং সাম্রাজ্যভারং ন্যধাৎ॥

হে কৃশোদরি! তোমার নিতম্ব—রথ, কুচদ্বয়—চক্র, ভ্রূলতা—ধনু, নেত্রদ্বয়—বাণ; অতএব জেতার অভিমানে দৃপ্ত পশুপতি রুদ্রকে

অপসারণপূর্বক তোমাকে সেনাপতির পদ প্রদান করিয়া কন্দর্প তোমাতেই সাম্রাজ্যভার অর্পন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে—হে কৃশোদরি রাধে! তোমার নিতম্বদেশে স্বেদশালিত্ব, স্তনদ্বয়ে চক্রবাকের ন্যায় ক্রমশঃ বর্তুলতা, ভ্রূ-দ্বয়ে ধনুর বক্রতার শোভা ও নেত্রদ্বয়ে চঞ্চলতা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, জয়াভিলাষী কৃষ্ণকে পরাজিত করিবার জন্য কামদেব তোমাকে সেনাপতিপদে বরণপূর্বক নিজ ত্রিজগদ্‌বশীকরণের যোগ্য পৌরুষাতিশয় সমর্পণ করিতেছেন। এইস্থলে মাত্র চারিটী অঙ্গের কৈশোরব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য বলা হইলেও সকল অঙ্গেরই কৈশোরসৌন্দর্য জানিতে হইবে। মধুর-রসে বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর এবং মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধা নিত্য কিশোরী।

৩। **শ্রীরাধিকা—চলাপাঙ্গী** অর্থাৎ চঞ্চল-নেত্রা। যথা, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসোক্তি—

> তড়িদতিচলতাং তে কিং দৃগন্তাদপাঠীদ্-
> বিধুমুখি তড়িতো বা কিং তবায়ং দৃগন্তঃ।
> ধ্রুবমিহ গুরুতাভূত্ত্বদ্দৃগন্তস্য রাধে
> বরমতিজবিনাং মে যেন জিগ্যে মনোঽপি॥

হে চন্দ্রমুখি রাধে! বিদ্যুৎ কি তোমার কটাক্ষভঙ্গীর নিকটে অতি চঞ্চলতা শিখিয়াছে, অথবা বিদ্যুতের নিকটেই তোমার নেত্রপ্রান্ত চঞ্চলতা শিক্ষা করিয়াছে? নিশ্চয়ই তোমার নেত্রপ্রান্তের গুরুতা অর্থাৎ অধ্যাপকত্ব; কারণ, ইহা মহাবেগবান্ অর্থাৎ মহাশক্তিশালী আমার মনকেও জয় করিল।

'বিদগ্ধ মাধবের' দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকল-চলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥

যাঁহার মন্দ-মন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরস-তরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্বক যাঁহার ভ্রূলতা কাম-ধেনুর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীরাধার নেত্রপক্ষবিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয় দংশন করিতেছে।

বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঔৎসুক্য-সহকারে উক্তি—

ভ্রমদ্ভ্রূবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্য বলনৈঃ
কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশোঃ।
ততস্তাং বিম্বোষ্ঠীং কলয়তি ময়ি ক্রোধবিকটো
মনোজন্মা পৌষ্পং ধনুরনুপমং সজ্জ্যমকরোৎ॥

শ্রীমতী রাধিকা প্রত্যেক দিকে ভ্রূ-লতা সঞ্চালনপূর্বক অপাঙ্গচ্ছটায় যেন হরিণীগণকে নয়নভঙ্গীসম্বন্ধে উপদেশ করিতেছিলেন। তৎকালে সেই (চঞ্চলনেত্রা) বিম্বোষ্ঠীকে দর্শনরত আমার প্রতি কন্দর্প ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় অনুপম পুষ্পধনু সন্ধান করিয়াছিলেন।

৪। **শ্রীরাধিকা—উজ্জ্বলস্মিতা।** যথা, শ্রীরাধার নিকটে সঙ্কেত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইলে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রতি শ্রীবৃন্দার উক্তি—

তব বদনবিধৌ বিধৌতমধ্যাং স্মিতসুধয়াধরলেখিকামুদীক্ষ্য।
সখি লঘুরঘভিচ্ছকোরবর্য্যঃ প্রমদমদোদ্ধুরবুদ্ধিরুজ্জিহীতে॥

হে সখি! তোমার বদন সুধাকরের হাস্যরূপ সুধায় অধর-রেখার মধ্যভাগ বিশেষভাবে সিক্ত দেখিয়া এই লঘু অর্থাৎ মনোহর শ্রীকৃষ্ণরূপী চকোররাজ উল্লাসজনিত মদে প্রগল্‌ভ-বুদ্ধি হইয়া (এই স্থানে) উদিত হইয়াছেন।

৫। **শ্রীরাধিকা—চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা।** অর্থাৎ সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা। যথা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের 'লুকোচুরি' ক্রীড়াকালে লুক্কায়িতা শ্রীরাধিকার অবস্থিতি না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাগ্রস্ত হইলে শ্রীরাধার পদচিহ্নদর্শনে হৃষ্টচিত্ত সুবল আশ্বাসবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

অঘহর ভজ তুষ্টিং পশ্য যচ্চন্দ্রলেখা-
বলয়কুসুমবল্লীকুণ্ডলাকারভাগ্‌ভিঃ।
অভিদধতি নিলীনামত্র সৌভাগ্যরেখা-
বিততিভিরনুবিদ্ধাঃ সুষ্ঠু রাধাং পদাঙ্কাঃ॥

হে অঘদমন শ্রীকৃষ্ণ! ঐ দেখ শ্রীরাধিকার চন্দ্রলেখা, বলয়, পুষ্প, লতা, কুণ্ডল প্রভৃতি সৌভাগ্যরেখাসমূহযুক্ত চরণচিহ্নসমূহ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তিনি যে এই কুঞ্জেই লুকায়িত আছেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। (সুতরাং তোমার চিন্তিত হইবার কারণ নাই।)

শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে শ্রীললিতাদেবী কর্তৃক শ্রীরাধিকার রূপ-বর্ণন—

শঙ্খার্দ্ধেন্দু-যবাব্জকুঞ্জররথৈ সীরাঙ্কু শেষুধ্বজৈ-
শ্চাপ-স্বস্তিক-মৎস্য-তোমরমুখৈ-সল্লক্ষণৈরঙ্কিতম্।

লাক্ষাবর্মিতমাহবোপকরণৈরেভির্বিজিত্যাখিলং
শ্রীরাধাচরণদ্বয়ং সুকটকং সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বভৌ ॥

—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ১১।৫১

শ্রীরাধার শোভন নূপুরযুগলে শোভিত চরণদ্বয়—শঙ্খ, অর্ধচন্দ্র, যব, পদ্ম, হস্তী, রথ, লাঙ্গল, অঙ্কুশ, বাণ, ধ্বজ, ধনু, স্বস্তিক, মৎস্য ও তোমার প্রমুখ উৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহ অঙ্কিত। তিনি যাবক-রূপ কবচে আবৃত হইয়া ঐ সকল চিহ্ন-রূপ যুদ্ধোপকরণদ্বারা বিশ্বরাজ্য বিজয়পূর্বক সাম্রাজ্য-শোভায় শোভিত হইতেছেন।

ভৃঙ্গারাম্ভোজমালা-ব্যজন শশিকলা-কুণ্ডলচ্ছত্রযূপৈঃ
শঙ্খশ্রীবৃক্ষবেদ্যাসনকুসুমলতাচামর-স্বস্তিকাদ্যৈঃ।
সৌভাগ্যাঙ্কৈরমীভির্যুতকরযুগলা রাধিকা রাজতেঽসৌ
মন্যে তত্তন্মিষাৎ স্বপ্রিয়পরিচরণস্যোপচারান্ বিভর্তি ॥

—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ১১।৬৬

শ্রীরাধা—ভৃঙ্গার, পদ্মমালা, তালবৃন্ত, চন্দ্রলেখা, কুণ্ডল, ছত্র, যূপকাষ্ঠ, শঙ্খ, বিল্ববৃক্ষ, বেদী, আসন, কুসুম, লতা, চামর ও স্বস্তিকাদি মঙ্গলদ্রব্য-সমূহকে সৌভাগ্যরেখারূপে ধারণপূর্বক শোভা পাইতেছেন। মনে হইতেছে যেন শ্রীরাধিকা উক্ত দ্রব্যগুলির ছলে নিজকান্ত শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যার উপাচারসমূহ ধারণ করিতেছেন। (বস্তুতঃ প্রেমযোগে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসেবার মূর্তিমদ্-বিগ্রহ শ্রীরাধা।)

৬। **শ্রীরাধা—গন্ধোন্মাদিতমাধবা,** অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গের দিব্য গন্ধে শ্রীরাধিকা মাধবকে উন্মাদিত করিয়া থাকেন। যথা,—

বল্লীমণ্ডলপল্লবালিভিরিতঃ সঙ্গোপনায়াত্মনো
মা বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি কৃথা যত্নং মুধা মাধবি।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ স্ববিরোধিভিঃ পরিমলৈরুন্মাদনৈঃ সূচিতাং
কৃষ্ণস্তাং ভ্রমরাধিপঃ সখি ধুবন্ ধূর্তো ধ্রুবং ধাস্যতি ॥

(শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীরাধা পলায়নোদ্যতা হইলে তাঁহার জনৈকা সখী বলিতেছেন,—) হে বৃন্দাবন-চক্রবর্তিনি মাধবি! লতামণ্ডপের পল্লবসমূহদ্বারা নিজকে সঙ্গোপন করিতে বৃথা চেষ্টা করিও না। (কারণ) তোমার (ইচ্ছার) বিরোধী ও (কৃষ্ণকে) উন্মাদিতকারী তোমার শ্রীঅঙ্গের পরিমল চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; হে সখি! (তাহাতেই তোমার সন্ধান পাইয়া) ধূর্ত কামুকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কম্পিত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার মুখপদ্ম পান করিবে।

শ্লেষ-পক্ষে অর্থ—হে মাধবী-লতিকে! শ্রীবৃন্দাবনে সকল লতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিয়া তুমি বৃন্দাবন-সম্রাজ্ঞী। সুতরাং তোমার গুপ্ত থাকিবার চেষ্টা বৃথা। এই শঠ কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমররাজ তোমার সর্বদিকে বিস্তৃত উন্মাদজনক পুষ্পগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পান করিবে। (এই স্থলে 'রূপক' ও 'শ্লেষ' নামক অলঙ্কারদ্বয় ব্যক্ত।)

শব্দার্থ। বল্লী—লতা; মুধা—বৃথা; ধুবন্—কম্পনকারী; ধাস্যতি—পান করিবে।

আর একটি উদাহরণ, (শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ৬।৫৩)—

রাধাকরামোদসমৃদ্ধ-সৌরভং
তচ্ছিল্পনৈপুণ্যভরং তথাদ্ভুতম্।
সমুদ্‌গিরন্তীং ভ্রমরালিকর্ষিণীং
স্রজং বিলোক্যাভবদুন্মনা হরিঃ ॥

(তুলসী মধুমঙ্গলের হস্তে শ্রীরাধা-প্রেরিতা মালিকা অর্পণ করিলে) শ্রীরাধার হস্তস্পর্শে (অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে) আমোদসমৃদ্ধ সৌরভ ও অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যযুক্তা এবং গন্ধে ভ্রমরসমূহ-আকর্ষণকারিণী মালিকার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। (সন্দিগ্ধচিত্ততার কারণ—তুলসীর হস্তে মালা পাঠাইয়াছেন, তবে কি শ্রীরাধা আসেন নাই? কিন্তু তাঁহার অঙ্গগন্ধ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রেরিতা মালিকাতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।)

৭। **শ্রীরাধা—সঙ্গীতপ্রসারাভিজ্ঞা।** যথা—

কৃষ্ণসারহরপঞ্চমস্বরে মুঞ্চ গীতকুতুকানি রাধিকে।
প্রেক্ষতেঽত্র হরিণানুধাবিতাং ত্বাং ন যাবদতিরোষণঃ পতিঃ॥

(একদা শ্রীরাধা নিজগৃহ-পুষ্পবাটিকায় নির্জনে তুঙ্গবিদ্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণগুণ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন, সহসা শ্রীললিতা আগমনপূর্বক তাহা দেখিতে পাইয়া আশঙ্কার সহিত বলিতেছেন—) হে রাধে! তোমার এই পঞ্চমস্বরের আলাপ শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। তোমার অতি কোপনস্বভাব পতি যাহাতে কৃষ্ণকর্তৃক অনুধাবিতা তোমাকে দেখিতে না পায়, তজ্জন্য তুমি গীতকৌতুক পরিত্যাগ কর।

আর একটি উদাহরণ (অলঙ্কার কৌস্তুভ ৫।১৪১),—

অন্তর্মোদমদেন কাকলিকয়া বর্ণৈরনাবিষ্কৃতৈঃ
সদ্গ্রাম-স্বর-মূর্ছনা-শ্রুতি-পরিষ্কারেণ কণ্ঠস্পৃশা।
গায়ন্তী ললিতং তথৈব ললিতা-দত্ত-শ্রুতিঃ শ্যাময়া
প্রত্যেকং নিহিতৈঃ করে কুরুবকৈ রাধা স্রজং সৃজ্যতে॥

শ্রীরাধা অত্যধিক-আনন্দহেতু প্রত্যেকটি কুরুবকপুষ্প হস্তে লইয়া তদ্দ্বারা মাল্যগ্রন্থন করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠে যেন শ্যামাপক্ষীর স্পর্শ হইয়াছে, এইরূপভাবে অস্ফুটধ্বনি ও অনুচ্চারিত বর্ণযোগে কর্ণে সুপরিস্ফুট শুদ্ধস্বর-গ্রাম-মূর্চ্ছনাযুক্ত সুললিত গান করিতেছেন ; শ্রীললিতা তাহাতে কর্ণ অর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতেছেন।

৮। **শ্রীরাধা—রম্যবাক্।** যথা,—

সুবদনে বদনে তব রাধিকে
স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরমাধুরী।
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ
সখি যয়াস্থ সুধাপি মুধার্থতাম্॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে সুবদনে! হে রাধিকে! তোমার বদনে কি (অদ্ভুত) অক্ষরমাধুরী স্ফুরিত হইতেছে!! হে সখি! (তোমার সুস্বরের নিকটে) কোকিলও বিকলতা-প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ লজ্জায় মুখব্যাদন করিতে পারিতেছে না এবং সুধাও ব্যর্থতাপ্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ তোমার উচ্চারিত অক্ষর-মাধুর্যের নিকটে অপর সুধা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতাপ্রাপ্ত।"

৯। **শ্রীরাধা—নর্মপণ্ডিতা।** যথা,—

বংশ্যাস্ত্বমুপাধ্যায়ঃ কিমুপাধ্যায়ী তবাত্র বংশী বা।
কুলযুবতিধর্মহরণাদস্তি যয়োর্নাপরং কর্ম॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"(হে শ্রীকৃষ্ণ!) তুমি বংশীর অধ্যাপক, অথবা বংশী তোমার অধ্যাপক? কুলযুবতিগণের ধর্মহরণ ব্যতীত ত'

তোমাদের উভয়ের অপর কোন কর্ম নাই ?" (এই স্থানে 'অনিশ্চয়ান্ত-সন্দেহ'-অলঙ্কার।)

আর একটি উদাহরণ,—

দেব প্রসীদ বৃষবর্ধন পুণ্যকীর্তে
সাধ্বীগণস্তনশিবার্চননিত্যপূত।
নির্মস্থনং তব ভজে রবি-পূজনায়
স্নাতাস্মি হন্ত মম ন স্পৃশ ন স্পৃশাঙ্গম্॥

(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার আশায়ই শ্রীবৃন্দাবনে সমাগতা শ্রীমতী রাধিকার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান ও তাঁহার স্পর্শে উৎসুক শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"হে দেব! হে ধর্মপালক! হে পুণ্যকীর্তে! হে স্বাধ্বীগণ-স্তন-রূপ শিবের অর্চনায় নিত্য পবিত্র! তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি প্রসন্ন হও। সূর্যপূজার নিমিত্ত আমি স্নান করিয়া আসিয়াছি, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না, স্পর্শ করিও না।" [দুইটি 'ন' কারের অর্থ লইয়া "স্পর্শ কর, স্পর্শ কর" এরূপ অর্থও হইতে পারে।]

এই শ্লোকটীর উক্ত স্তুতিপর অর্থ ব্যতীত একটি নিন্দাপর অর্থও আছে। তাহা এই—হে বৃষাসুরবধকারিন্ (বৃষ—বলীবর্দ, তাহার বর্ধন—ছেদন, সুতরাং 'বৃষবর্ধন'-শব্দের অর্থ গোবধকারী), হে (উক্ত গোহত্যায়) পুণ্যকীর্তি-অর্জনকারিন্ (উপহাসদ্যোতক), হে লম্পট! হে দেব (উপহাসদ্যোতক), তোমায় নমস্কার, আমি সূর্যপূজার্থ স্নান করিয়া আসিয়াছি, আমাকে স্পর্শ করিও না, স্পর্শ করিও না।

১০। **শ্রীরাধা—বিনীতা।** যথা,—

অপি গোকুলে প্রসিদ্ধা ভ্রূভমিভিঃ পরিজনৈর্নিষিদ্ধাপি।
পীঠং মুমোচ রাধা ভদ্রিকামপি দূরতঃ প্রেক্ষ্য॥

(কোনও সময়ে নির্জনে স্বীয় গৃহাঙ্গনে সখীবৃন্দসহ উপবিষ্টা শ্রীরাধিকার অতি অলৌকিক বিনয়াতিশয্য লক্ষ্য করিয়া বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বিস্ময়সহকারে বলিতেছেন,—) সখীগণ ভ্রূভঙ্গিসহযোগে পুনঃ পুনঃ (ভদ্রা তোমার অনুগ্রহপ্রার্থিনী, সুতরাং তাহার আগমনে তোমার অভ্যুত্থানাদিদ্বারা সম্বর্ধনার বা আদর প্রদর্শনের কি প্রয়োজন ?—এই মর্মে) নিষেধ করিলেও শ্রীরাধা গোকুলে প্রসিদ্ধা হইয়াও ভদ্রাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই স্বীয় আসন ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ অভ্যুত্থানদ্বারা সম্বর্ধনা করিলেন।

আর একটি উদাহরণ, (বিদগ্ধমাধব ৫।১৭)—

ভূয়ো ভূয়ঃ কলিবিলসিতৈঃ সাপরাধাপি রাধা
শ্লাঘ্যেনাহং যদঘরিপুণা বাঢ়মঙ্গীকৃতস্মি।
তত্র ক্ষামোদরি কিমপরং কারণং বঃ সখীনাং
দত্তামোদাং প্রগুণকরুণামঞ্জরীমন্তরেণ ॥

(শ্রীরাধা বিশাখাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিতেছেন,—) হে ক্ষীণোদরি ! পুনঃ পুনঃ কলহপ্রধান ক্রিয়াবিলাসদ্বারা এই রাধা অপরাধিনী হইলেও পরম প্রশংসার পাত্র অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পুনরায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে ; তাহাতে তোমাদের ন্যায় সখীগণের আমোদপ্রদ প্রচুর করুণারূপ মঞ্জরী ব্যতীত আর কি কারণ থাকিতে পারে ?

এই শ্লোকটীতে স্বীয় সখীগণের প্রতিও বিনয়-নম্র ব্যবহারে শ্রীমতী রাধিকার বিনয়ের স্বাভাবিকতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মঞ্জরীরূপকদ্বারা 'করুণা' গুণটীর সৌকুমার্য, সানুরাগত্ব ও সার্দ্রত্ব ধ্বনিত হইয়াছে।

আর একটি উদাহরণ, (অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৮।১৩৪)—

রূপং কুলং বল্লভতুর্লভত্বং শীলং কলা কান্তিরুদারতা চ।
একেন চৈষামপরা সগর্বা রাধে সমস্তৈরপি তেন গর্বঃ ॥

রূপ, কুল, বল্লভতুর্লভত্ব, শীল, কলা, কান্তি ও উদারতা—এই সকল গুণের যে কোন একটিতে অপর রমণী গর্বিতা হইয়া থাকে, কিন্তু হে রাধে! এই সকল গুণই তোমাতে বর্তমান, তথাপি তোমার কোন গর্ব নাই। (সুতরাং তোমার বিনয় অতুলনীয়।)

১১। **শ্রীরাধিকা—করুণাপূর্ণা।** যথা—

তার্ণসূচিশিখয়াপি তর্ণকং, বিদ্ধবক্ত্রমবলোক্য সাস্রয়া।
লিপ্যতে ক্ষতমবাপ্তবাধয়া, কুঙ্কুমেন কৃপয়াস্য রাধয়া॥

(শ্রীপৌর্ণমাসীর প্রতি নান্দীমুখীর উক্তি)—তৃণাঙ্কুর-সমূহের অগ্রভাগদ্বারাও সদ্যোজাত বৎসের মুখ বিদ্ধ হইল দেখিয়া শ্রীরাধিকা ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতে করিতে কৃপাপূর্বক ক্ষতস্থানে কুঙ্কুম লেপন করিলেন।

১২। **শ্রীরাধিকা—বিদগ্ধা,** অর্থাৎ কলাবিলাসে সুনিপুণা। যথা—

আচার্যা ধাতুচিত্রে পচনবিরচনা-চাতুরী-চারুচিত্তা
বাগ্‌যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপি চ গিরাং পণ্ডিতা মাল্যগুম্ফে।
পাঠে শারীশুকানাং পটুরজিতমপি দ্যূতকেলিষু জিষ্ণু-
র্বিদ্যাবিদ্যোতিবুদ্ধিঃ স্ফুরতি রতিকলাশালিনী রাধিকেয়ম্॥

(শ্রীরাধিকা স্বীয় অসাধারণ শিল্পকলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় বিস্মিত করিয়াছেন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়ের অসাক্ষাতে শ্রীবৃন্দা পৌর্ণমাসীর সম্মুখে ললিতাদি সখীগণকে বলিতেছেন—) ধাতুচিত্রবিষয়ে আচার্যা, পাক-নির্মাণ-চাতুর্যে মনোহরচিত্তা অর্থাৎ অতিশয় নিপুণা, বাগ্‌যুদ্ধে বৃহস্পতিকেও মুগ্ধকারিণী, মাল্যগুম্ফনে সুপণ্ডিতা, শারী-শুকাদির পাঠনে

সুপটু, দ্যূতকেলিতে অজিত শ্রীকৃষ্ণকেও জয়কারিণী, চতুর্দশবিদ্যাদ্বারা প্রকাশিতবুদ্ধিবিশিষ্টা, রতিকলাশালিনী এই অর্থাৎ আমাদের শ্রীরাধিকা স্ফূর্তিসহকারে বিরাজ করিতেছেন।

১৩। **শ্রীরাধিকা—পাটবান্বিতা** অর্থাৎ (সর্বকার্যে) সুপটু। যথা, বিদগ্ধমাধবে (৩।৩)—

ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্তভঙ্গীং
রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥

(পূর্বরাগ-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার দর্শন্‌ পাইয়া জটিলাকর্তৃক তিনি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা গৃহে নীত হইবার পরে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক উৎকণ্ঠা-সহকারে প্রিয়নর্মসখা মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন,—সখে মধুমঙ্গল ! আমার শ্রীরাধিকার পাটবান্বিতা লক্ষ্য করিয়াছ কি ?) হায় ! শ্রীরাধা—"হে সখি ! আমার মনিহার ছিন্ন হইয়াছে, অতএব বর্তুল মুক্তাগুলি চয়ন করিয়া লই।" এই বলিয়া ছলনাক্রমে গুরুজনের সম্মুখেও আমার দিকে ফিরিয়া প্রণয়বশতঃ মুগ্ধ কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার করিয়াছেন। ["আমার মণিহার ছিন্ন হইয়াছে।"—এই কথা শুনিয়া যদি সখী বলেন—"মহাচঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ এই বনে বিচরণ করিতেছে, সুতরাং এই নির্জন বনে বিলম্ব না করিয়া গৃহে চল, অপর একটি মুক্তাহার গাঁথিয়া দিব।" তাহার উত্তরে শ্রীরাধার উক্তি—"এই হারটি আমার অতি প্রিয় সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" "এই সৈকতভূমিতে সূক্ষ্ম মুক্তাগুলি কিরূপে চয়ন করিবে ?"—সখীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন—"মুক্তাগুলি সূক্ষ্ম নহে, বর্তুল অর্থাৎ স্থূল ; সুতরাং

চয়ন সহজেই অতি অল্প সময়ে হইবে।" গুরুজনের সন্মুখেও শ্রীকৃষ্ণাধ্যুষিত বনে আরও কিছুকাল অবস্থানের জন্যই শ্রীরাধিকার এই বাক্যবিস্তার পটুতা।]

১৪। **শ্রীরাধিকা—লজ্জাশীলা।** যথা,—

ব্রজনরপতিসূনু-র্দুর্লভালোকনোঽয়ং
স্ফুরতি রহসি তাম্যত্যেষ তর্ষাজ্জনোঽপি।
বিরম জননি লজ্জে কিঞ্চিদুদ্‌ঘাট্য বক্তৃং
নিমিষমিহ মনাগপ্যক্ষিকোণং ক্ষিপামি॥

(একদা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির লালসায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন-পূর্বক নির্জনে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া দর্শন বিরোধিনী লজ্জার প্রতি সদৈন্যে আপনমনে বলিতেছেন,—) এই দুর্লভদর্শন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে নির্জনে আছেন, এই জনও (শ্রীরাধাও) তাঁহার দর্শনাভিলাষে ক্লিষ্ট হইতেছে। হে জননি লজ্জে ! তুমি নিমেষকালের জন্য উপরত হও, আমি বদন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া তাঁহার প্রতি ঈষৎ অপাঙ্গপাত করি।

১৫। **শ্রীরাধিকা—সুমর্যাদা।** যথা,—

প্রাণানকৃতাহারা সখি রাধা-চাতকী বরং ত্যজতি।
ন তু কৃষ্ণমুদিরমুক্তাদমৃতাদ্‌বৃত্তিং ভজেদপরাম্॥

(কোনও সময়ে শ্যামলা সৌহার্দ্যবশতঃ শ্রীরাধার নিত্যকর্মাচরণ-প্রশ্ন-প্রসঙ্গে ভোজনাদি-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার প্রতি বিশাখার উত্তর—)

হে সখি শ্যামলে! রাধারূপা চাতকী বরং আহার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি কৃষ্ণরূপ মেঘকর্তৃক মুক্ত অমৃত ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা গ্রহণ করিবে না।

শব্দার্থঃ মুদির—মেঘ, অমৃত—মেঘপক্ষে তত্ত্যক্ত জল, কৃষ্ণপক্ষে —তদীয় অধরামৃত। এই শ্লোকে শ্লেষ ও রূপক অলঙ্কারদ্বয় বিদ্যমান।

আর একটি উদাহরণ—

আহূয়মানা ব্রজনাথয়াস্মি যুক্তোঽভিসারঃ সখি নাধুনা মে।
ন তাদৃশীনাং হি গুরূত্তমানামাজ্ঞাস্ববজ্ঞা বলতে শিবায়॥

(স্বনিয়মরূপ মর্যাদার উদাহরণ-প্রদানান্তর এই শ্লোকে গুরুজনাদির আজ্ঞাধীনতারূপ মর্যাদা প্রদর্শিত হইতেছে। একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে প্রস্থান করিলে তাঁহার ভোজনার্থ তৎকালীন প্রস্থাপনীয় রসালাদি প্রস্তুত করিবার জন্য মা যশোদা শ্রীরাধাকে আনয়নার্থ ধনিষ্ঠাকে পাঠাইলেন। দৈবক্রমে তখনই আবার দূতী শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেতকুঞ্জে পাঠাইয়া শ্রীরাধার নিকটে আসিলেন। শ্রীরাধিকা একই সময়ে ধনিষ্ঠা ও দূতী উভয়কে দেখিয়া তৎকালীন কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক দূতীকে বলিলেন —"হে সখি! আমি এখন ব্রজরাজ্ঞীকর্তৃক আহূতা হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে অভিসার করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ব্রজেশ্বরীর ন্যায় গুরুজনগণের আজ্ঞা অবজ্ঞা অর্থাৎ লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নহে।

আরও একটি উদাহরণ—

পূর্ণাশীঃ পূর্ণিমাসাবনবহিততয়া যা ত্বয়াস্তে বিতীর্ণা
বষ্টি ত্বামেব তন্বন্নখিলমধুরিমোৎসেকমস্যাং মুকুন্দঃ।
দিষ্ট্যা পর্বোদগাত্তে স্বয়মভিসরণে চিত্তমাধৎস্ব বৎসে
যুক্ত্যাপ্যুক্তা ময়েতি দ্যুমণিসখসুতা প্রাহিণোদেব চিত্রাম্॥

(এই শ্লোকে হঠাৎ আচরিত স্বীয় অঙ্গীকার-বাক্যের সততা-পালন-রূপ মর্যাদা প্রদর্শিত হইতেছে। সৌভাগ্য-পূর্ণিমা-নাম্নী * শ্রাবণ-পূর্ণিমায় কৃষ্ণসহ বিহারে অনিচ্ছুকা চিত্রাকেই শ্রীরাধিকা শত শত আগ্রহে অভিসার করাইতে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং তদুত্তরে শ্রীরাধাও যাহা যাহা বলিয়া সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তৎসমুদয় পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিতেছেন)—"হে রাধে! শ্রাবণী পূর্ণিমায় (যাবতীয়) অভিলাস সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই তিথিতে অখিল-মধুরিমা উদ্রেকপূর্বক তোমাকেই কামনা করিতেছেন। (অন্য) বহু ভাগ্যফলে এই পর্বের উদয় হইয়াছে। অতএব হে বৎসে! তুমি স্বয়ংই অভিসারে চিত্ত নিবেশ কর। (অনবধানতাবশতঃ তুমি যে চিত্রাকে অভিসারার্থ নিযুক্ত করিয়াছ, তাহা আদৌ উচিত হয় নাই।)" —আমি যুক্তিসহ এই সকল কথা বলিলেও শ্রীরাধিকা চিত্রাকেই পাঠাইয়াছেন।

শব্দার্থঃ পূর্ণাশী—যাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হয়। দ্যুমণিসখসুতা—শ্রীরাধা। দ্যুমণি-শব্দের অর্থ সূর্য, সূর্যসখা—বৃষভানুরাজ; সুতরাং দ্যুমণিসখসুতা—বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকা।

---

* **শ্রাবণী পূর্ণিমা—সৌভাগ্য পূর্ণিমা।** যথা—

প্রসূনৈরদ্ভুতৈঃ কান্তা কান্তেন শ্রাবণী দিনে।
প্রসাধিতা প্রসিদ্ধেন সৌভাগ্যেন বিবর্ধতে ॥

—বিদগ্ধমাধব ৭।৭

শ্রাবণী পূর্ণিমায় কান্তা যদি কান্ত কর্তৃক অদ্ভুত পুষ্পাবলীতে প্রসাধিত হয়, তাহা হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্য এই পূর্ণিমা সৌভাগ্যপূর্ণিমা নামে খ্যাত।

১৬। **শ্রীরাধা—ধৈর্যশালিনী।** যথা,—

তীব্রস্তর্জতি ভিন্নধী-গৃ হপতিশ্ছদ্মজ্ঞয়া পদ্ময়া
হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং কীশেন ভর্তুঃ স্বসা।
মল্লীং লুম্পতি কৃষ্ণকাম্যকুসুমাং শৈব্যাপ্রিয়া বর্করী
রাধা পশ্য তথাপ্যতীব সহনা তূষ্ণীমসৌ তিষ্ঠতি ॥

(শ্রীরাধিকার পরবশ্যতাজনিত দুঃসহ দুঃখ ও ধৈর্য অনুভব করিয়া কৃপার্দ্রিতা পৌর্ণমাসী অশ্রুসিক্তবদনে নান্দীমুখীকে বলিতেছেন,—) শ্রীরাধাকর্তৃক (শ্রীকৃষ্ণসেবার্থ) পত্যাদিবঞ্চনারূপ ছলনাভিজ্ঞা (চন্দ্রাবলী-সখী) পদ্মার বাক্যে ভিন্ন বুদ্ধি স্বভাবতঃই মহাকঠিনহৃদয় পতিম্মন্য অভিমন্যু তর্জন করিতেছে, ননন্দা কুটিলা শিক্ষিত বানরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রদত্ত হার (শ্রীরাধার) অপহরণ করাইতেছে। (চন্দ্রাবলীর অপর সখী) শৈব্যার প্রিয়া (অতএব তাহার নির্দেশপ্রাপ্ত) হরিণী শ্রীকৃষ্ণের কাম্য (অত্যন্ত সৌকুমার্য ও সৌরভযুক্ত) কুসুমবিশিষ্টা মল্লিকা বৃক্ষটী ভক্ষণ করিতেছে। তথাপি, দেখ, অতীব সহগুণসম্পন্না শ্রীরাধা মৌনাবলম্বন করিয়া বিদ্যমানা।

১৭। **শ্রীরাধা—গাম্ভীর্যশালিনী।** যথা,—

কলহান্তরিতাপদে স্থিতিং, সখি ধীরাদ্য গতাপি রাধিকা।
বহিরুদ্ভটমানলক্ষণা, সুদুরূহা ললিতাধিয়াপ্যভূৎ ॥

(বৃন্দা বিশাখাকে বলিতেছেন—) হে সখি! কলহান্তরিতা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও বাহে উদ্ভট মানলক্ষণযুক্তা হইয়া অদ্য ধীরা শ্রীরাধিকা ললিতার বিচারেরও দুর্গম্যা হইয়াছেন।

(যে নায়িকা সখীগণের সম্মুখে পদে পতিত বল্লভকে ক্রোধভরে

নিরাশ করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করেন তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলা হয়।) যথা,—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥

১৮। **শ্রীরাধিকা—সুবিলাসা।** যথা,—

তির্যক্‌ক্ষিপ্তচলদ্দৃগঞ্চলরুচির্লাস্যোল্লসদ্‌ভ্রূলতা
কুন্দাভস্মিতচন্দ্রিকোজ্জ্বলমুখী গণ্ডোচ্ছলৎকুণ্ডলা।
কন্দর্পাগমসিদ্ধমন্ত্রগহনামর্ধং দুহানা গিরং
হারিণাস্য হরের্জহার হৃদয়ং রাধা বিলাসোর্মিভিঃ॥

(একদা যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে জাত 'বিলাস'-নামক অলঙ্কারে বিভূষিতা শ্রীমতী রাধিকাকে দেখিয়া নান্দীমুখী নির্জনে পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন,—) সম্প্রতি (মনি-মুক্তা) হার পরিহিতা শ্রীরাধা 'বিলাস'-তরঙ্গসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় হরণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃগঞ্চল বক্র ও ক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ প্রসারণপূর্বক অতিশয় শোভাযুক্ত, নৃত্যোপক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যে তাঁহার ভ্রূলতা উল্লাসপ্রাপ্তা ও কুন্দ-কুসুমের কান্তির ন্যায় শুভ্র-হাস্য কৌমুদীদ্বারা তাঁহার মুখচন্দ্র উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং তাঁহার গণ্ডদেশে কুণ্ডলযুগল উচ্চ আন্দোলিত ও (ভাববিবশতাবশতঃ) তাঁহার মুখে কামশাস্ত্রের সিদ্ধমন্ত্রের ন্যায় দুর্বোধ্য অথচ অস্ফুট বাক্য উচ্চারিত হইতেছে।

আর একটি উদাহরণ, 'বিদগ্ধমাধব' ৬।২৭—

বশীচক্রে কৃষ্ণস্তব পরিমলৈরেব বলিভি-
র্বিলাসানাং বৃন্দং কথমিব মুধা কন্দলয়সি।

জয়ে পাণৌ দত্তে রণপটুভিরগ্রেসরভটৈঃ
স্বয়ং কো বিক্রান্তিং পুনরিহ জিগীষুঃ প্রণয়তি ॥

(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার অঙ্গসমূহে উদিত 'বিলাস'-লক্ষণসমূহ দেখিয়া বিশাখা হাস্যপূর্বক বলিতেছেন,—হে রাধে !) তোমার বলবান্ অঙ্গসৌরভের দ্বারাই যখন শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর বৃথা বিলাসসমূহ প্রকাশ করিতেছ কেন ? রণপটু অগ্রবর্তী সৈন্যগণ আসিয়া হস্তে জয়পত্র প্রদান করিলে (অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করিলে) আর কোন্ জয়ার্থী পুনরায় স্বয়ং বিক্রম প্রকাশ করে ?

['বিলাস'-সংজ্ঞা—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্ ।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥

গতি, স্থান ও আসনাদির এবং মুখ ও নেত্রাদির ক্রিয়া সমূহের প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য 'বিলাস'-নামে অভিহিত। মূল ভাবের পশ্চাৎ উদিত বলিয়া ইহা অনুভাবের অন্তর্গত। আবার বিলাসান্তর্গত-'বিব্বোক' ও 'বিভ্রম'। বিব্বোক—গর্ব ও মানহেতু প্রিয়ের প্রতি বাহ্যিক অনাদর। বিভ্রম—প্রিয়ের সহিত মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ভূষণ-বিপর্যয়।]

১৯। শ্রীরাধা—মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী,—

অশ্রূণামতিবৃষ্টিভির্দ্বিগুণয়ন্ত্যর্কাত্মজানির্ঝরং
জ্যোৎস্নী-স্যন্দি-বিধূপলপ্রতিকৃতিচ্ছায়ং বপুর্বিভ্রতী ।
কণ্ঠান্তস্ত্রুটদক্ষরাক্ষপুলকৈর্লব্ধা কদম্বাকৃতিং
রাধা বেণুধর প্রবাতকদলীতুল্যা কচিদ্বর্ততে ॥

(শ্রীরাধাকে কলহান্তরিত দশার চরম সীমায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কোন প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন পূর্বক শ্রীরাধিকার সেই চেষ্টা নিবেদন করিতেছেন—) হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীমতী রাধিকা মানিনী ছিলেন।) হে বেণুধর! তোমার বেণুনিনাদ শ্রবণমাত্রেই তাঁহার সেই মান-নির্বন্ধ দূরীভূত হইল। তিনি এখন পরমবিহ্বলা হইয়াছেন। কখনও তিনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিতা হইতেছেন (ইহাতে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক সূচিত হইতেছে); তাঁহার উক্তির অক্ষরগুলি কণ্ঠমধ্যেই খঞ্জিত হইয়া বৈস্বর্য বিধান করিতেছে; কখনও (পুলকহেতু) তিনি কদম্বাকৃতি প্রাপ্ত হইতেছেন; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরত অনবচ্ছিন্ন ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যমুনা-প্রবাহকে দ্বিগুণবৃদ্ধি করিতেছে; পুনরায় জ্যোৎস্নান্বিতা নিশায় শ্রবণশীল চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় তিনি দেহকান্তি ধারণ করিয়াছেন। (ইহাতে স্বেদ, স্তম্ভ ও বৈবর্ণ্য সূচিত হইতেছে। এই শ্লোকে 'প্রলয়' ব্যতীত সাত্ত্বিক সুদ্দীপ্তভাবের অপর সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।)

২০। শ্রীরাধা—গোকুলপ্রেমবসতিঃ—

প্রেমসন্ততিভিরেব নির্মমে, বেধসা নু বৃষভানুনন্দিনী?
যাদৃশাং পদমিতা মনাংসি নঃ, স্নেহয়ত্যখিলগোষ্ঠবাসিনাম্ ॥

(একদা যশোদাকর্তৃক পাককার্যের জন্য নন্দালয়ে আনীতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া উপনন্দপত্নী তুঙ্গী স্নেহভারাক্রান্তহৃদয়ে ব্রজেশ্বরীকে বলিলেন—) বিধাতা কি বৃষভানু-নন্দিনীকে প্রেমসমূহদ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন? কারণ উহাকে দেখিলেই আমাদের সকল গোষ্ঠবাসিগণের মন স্নেহভরে আর্দ্রীভূত হইয়া যায়।

২১। **শ্রীরাধা—জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ** অর্থাৎ শ্রীরাধিকার সুনির্মল যশে সমস্ত জগৎ উল্লসিত। 'লসৎ'-শব্দের অর্থ শোভমান, উল্লসমান। উদাহরণ—

উৎফুল্লং কিল কুর্বতী কুবলয়ং দেবেন্দ্রপত্নী-শ্রুতৌ
কুন্দং নিক্ষিপতী বিরিঞ্চিগৃহিণী-রোমৌষধীহর্ষিণী।
কর্ণোত্তংসসুধাংশুরত্নসকলং বিদ্রাব্য ভদ্রাঙ্গি তে
লক্ষ্মীমপ্যধুনা চকার চকিতাং রাধে যশঃ-কৌমুদী॥

(একদা শ্রীরাধার যশ-আতিশয্য অনুভব করিয়া পৌর্ণমাসী অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—) হে রাধে! হে ভদ্রাঙ্গি! (মঙ্গলাকার বিশিষ্টে পরমসুন্দরি!) তোমার যশঃকৌমুদী কমলকে (পক্ষে পৃথিবী-মণ্ডলকে) উৎফুল্ল (প্রকাশিত) করিয়া দেবরাজ-ভার্যা শচীর কর্ণে অবতংশস্বরূপ কুন্দপুষ্প অর্পণপূর্বক (পক্ষে কুন্দপুষ্পকে ধিক্কৃত করিয়া) ব্রহ্মার ভার্যা সাবিত্রীর রোমাবলীরূপ ওষধীর হর্ষবিধান করিতেছে এবং অধুনা লক্ষ্মীকেও তাঁহার কর্ণআভরণস্থিত (খণ্ড খণ্ড) চন্দ্রকান্তমণিসকল দ্রবীভূত করিয়া চমৎকৃত করিতেছে।

এই শ্লোকটীর সর্বত্র যশের সহিত চন্দ্রিকার সাধর্ম্য ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে 'রূপক' ও 'শ্লেষ' নামক অলঙ্কারদ্বয় ব্যক্ত হইয়াছে। অলঙ্কার-কৌস্তভে (৮।২৫-২৬) উদাহরণ—

আকৃতিবের তে প্রকৃতিঃ প্রকৃতিরিব ব্যবহৃতিঃ সুমুখি।
ব্যবহৃতিরিব সৎকীর্তী রম্যা রমণী সভাসু সখি রাধে॥

হে সুমুখি! হে সখি রাধে! তোমার আকৃতিই প্রকৃতির ন্যায়, আবার প্রকৃতির ন্যায়ই ব্যবহার এবং ব্যবহারতুল্য মনোরম সৎকীর্তি সমস্ত রমণীসভায় সুবিদিত।

বপুরিব মধুরং রূপং রূপমিবানন্দদায়িগুণবৃন্দম্।
গুণবৃন্দমিব বিশুদ্ধং যশঃ কৃশাঙ্গী-সভাসু তব রাধে॥

হে রাধে! তোমার শরীরের ন্যায় মধুর রূপ, আবার রূপের ন্যায়ই আনন্দপ্রদানকারিগুণসমূহ এবং গুণসমূহতুল্য বিশুদ্ধ যশ কৃশাঙ্গী রমণীগণের সভাসমূহে সুবিদিত।

২২। শ্রীরাধা—গুর্বর্পিত-গুরুস্নেহা। যথা—

ন সুতাসি কীর্তিদায়াঃ কিন্তু মমৈবেতি তথ্যমাখ্যামি।
প্রাণিমি বীক্ষ্য মুখন্তে কৃষ্ণস্যেবেতি কিং ত্রপসে॥

(শ্রীযশোদা কোনও মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীরাধাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্বক আগ্রহাতিশয্যে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরাধিকা লজ্জায় তাঁহাকে উত্তর দিতে না পারিয়া শ্রীললিতার কর্ণে কিছু বলিতেছেন লক্ষ্য করতঃ যশোদা তাঁহাকে কহিতেছেন,—) "হে বৎসে রাধিকে! তুমি ত' কীর্তিদার কন্যা নহ, আমারই কন্যা; এই তথ্য অর্থাৎ যথার্থ কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। কৃষ্ণের মুখ-দর্শনের ন্যায়ই তোমার মুখ দেখিয়া আমি জীবিত থাকি। সুতরাং তুমি লজ্জা করিতেছ কেন?"

আর একটি উদাহরণ (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৪।৬৮)

জননি ময়ি জনন্যাং কিং নু লজ্জেদৃশী তে
সুত ইব মম চেতঃ স্নিহ্যতি ত্বয্যতীব।
অয়ি তদপনয়ৈণাং যামি নির্মঞ্ছনং তে
শিশিরয় মম নেত্রে ভুক্ষ্ব পশ্যামি সাক্ষাৎ॥

(একদা মা যশোদা শ্রীরাধাকে ঘর্মাক্ত-কলেবরা দেখিয়া দাসীগণদ্বারা তাঁহাকে তালবৃন্তের বাতাস করাইলেন এবং সস্নেহে ভোজনে বসাইলেন।

অতঃপর রোহিণীপ্রদত্ত ঘৃতসংস্কারযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সহিত ধনিষ্ঠা গোপনে শ্রীকৃষ্ণের পাত্রাবশিষ্ট অন্ন মিশ্রিত করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার পুলক হইলেও তিনি লজ্জাবশতঃ কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। তদ্দর্শনে মা যশোদা বলিতেছেন—)

হে মাতঃ রাধে! আমার চিত্ত তোমার প্রতি অপত্য-নির্বিশেষে অতীব স্নেহপরায়ণা, সুতরাং জননীস্বরূপা আমার নিকটে তোমার এই প্রকার লজ্জা কেন? অয়ি মাতঃ! এই লজ্জা পরিত্যাগ কর, তোমায় নির্মঞ্ছন করিতেছি। আমার চক্ষু দুইটি শীতল কর। আমার সাক্ষাতে ভোজন কর, আমি দেখি (দেখিয়া আনন্দিতা হই)।

২৩। **শ্রীরাধা—সখীপ্রণয়িতাবশা** অর্থাৎ সখী প্রণয়াধীনা। যথা,—

উপদিশ সখিবৃন্দে বল্লবেন্দ্রস্য সূনুং
কিময়মিহ সখীনাং মামধীনাং দুনোতি।
অপসরতু সশঙ্কং মন্দিরান্মানিনীনাং
কলয়তি ললিতায়াঃ কিং ন শোটীর্য ধাটীম্॥

(শ্রীরাধিকার অন্তঃকরণ হইতে মান অপগত হইয়াছে জানিয়া চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার সহিত নির্জনে শ্রীমতীর সমীপে আসিয়া অনুনয় করিতে থাকিলে শ্রীরাধা বলিলেন,—) সখি বৃন্দে! শ্রীনন্দনন্দনকে উপদেশ প্রদান কর, তিনি কেন সখীগণের অধীনা আমাকে ব্যথা দিতেছেন? মানিনীগণের মন্দির হইতে তিনি শঙ্কাসহকারে অপসরণ করুন। তিনি কি ললিতার বিক্রম অর্থাৎ প্রাগল্‌ভ্যাতিশয়ের কথা জানেন না? (অন্তঃকরণে মান না থাকিলেও আমি ললিতার ভয়েই বাহে মানিনী হইয়া থাকি। সেই ললিতা এখন এখানে আসিয়া

উপস্থিত হইলে উহার কি দশা করিবে? সুতরাং ভয়ে ভয়ে উহার চলিয়া যাওয়া একান্ত কর্তব্য।)

২৪। শ্রীরাধা—কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা। যথা, শ্রীললিত-মাধবে (১০।১০)—

সন্তু ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গি-খুরলীখেলাভুবঃ সুভ্রুবঃ
স্বস্তি স্যান্মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি ত্বামন্তরা মে কুতঃ।
তারাণাং নিকুরম্বকেণ বৃতয়া শ্লিষ্টেঽপি সোমাভয়া
নাকাশে বৃষভানুজাং শ্রিয়মৃতে নিষ্পদ্যতে স্বচ্ছতা॥

(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—) হে মত্তখঞ্জন-লোচনে! চঞ্চল-অপাঙ্গভঙ্গি-অভ্যাসক্রীড়ায় সুপটু বহু বহু সুনয়না সুন্দরী থাকিলেও তোমা ব্যতীত আমার ক্ষণকালও স্বস্তি (শুভ অথবা সন্তোষ) কোথায়? আকাশ তারাসমূহ-পরিবৃত চন্দ্রকিরণে আলিঙ্গিত হইলেও বৃষরাশিস্থ (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের) সূর্যের (সুদীপ্ত) কিরণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইতে পারে না।

শ্রীললিতমাধবে আরও দুইটি উদাহরণ—

প্রেয়স্যঃ পশুপালিকা বিহরতো যাস্তত্র বৃন্দাবনে
লক্ষ্মী-দুর্লভ-চিত্র-কেলিকলিকাকাণ্ডস্য কংসদ্বিষঃ।
রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতা যা ক্ষিতৌ
সেবাং দেবি সমস্ত-মঙ্গল-করীমস্যাস্ত্বমঙ্গীকুরু॥ ৬।১৯॥

(সূর্যপত্নী সংজ্ঞা বনদেবী নববৃন্দাকে আদেশ করিতেছেন,—) হে দেবি! বৃন্দাবনে বিহরণশীল কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণের যে সকল প্রেয়সী গোপবালা আছেন, তাঁহারা লক্ষ্মীর দুর্লভ নানাবিধ বিচিত্র কেলি-কলিকার অঙ্কুরস্বরূপা; তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা

সম্প্রতি পৃথিবীতে দ্বারকা নগরী আশ্রয় করিয়া আছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহার সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক সেবন অঙ্গীকার কর।

মা খঞ্জরীটনয়নে হৃদি সংশয়িষ্ঠাঃ
কুর্বন্ ব্রবীম্যবিতথং শপথং গুরুভ্যঃ।
একা প্রিয়ঙ্করণবৃত্তিরসি ত্বমেব
প্রাণাবলম্বনবিধৌ পরমৌষধি-র্মে ॥ ৮।৩৪

(একদা চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেম-সন্দর্শনের ঔৎসুক্যে শ্রীমতী রাধিকার বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-পথে উদিতা হইলেন। তাঁহাকে দর্শন-মাত্র রাধাজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রথমতঃ মনে মনে বলিলেন,—"আমার জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধা কি প্রকারে এখানে আসিলেন ?" তৎপরে প্রকাশ্যে "প্রিয়ে! কি প্রকারে এতদূর আসিলে ?" এই কথা বলিয়া রোমাঞ্চসহকারে অবলোকনপূর্বক বলিতেছেন,—) "হে খঞ্জননয়নে! আমি গুরুবর্গের শপথ করিয়া সত্য সত্যই বলিতেছি—একমাত্র তুমিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠা প্রীতিসম্পাদনকারিণী ; এই বিষয়ে তুমি অন্তঃকরণে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রাণধারণের পরম ঔষধি।"

২৫। শ্রীরাধা—সন্ততাশ্রবকেশবা। (সন্তত—অবিরত। আশ্রব—কথার বাধ্য। সন্ততাশ্রবকেশবা—শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা যাঁহার কথার বাধ্য অর্থাৎ অধীন সেই শ্রীমতী রাধিকা।) যথা,—

ষড়ঙ্ঘ্রিভিরমর্দিতান্ কুসুমসঞ্চয়ানাচিনো-
দখণ্ডমপি রাধিকে বপুশিখণ্ডকং ত্বদ্‌গিরা।
অমূঞ্চ নবপল্লবব্রজমুদঞ্চদর্কোজ্জ্বলং
করতু বশগো জনঃ কিময়মন্যদাজ্ঞাপয় ॥

(একদা বিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য পুষ্পের মুকুট-হারাদি-মণ্ডন-নির্মাণের অভিপ্রায়ে রাধিকাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প-পল্লবাদি আনয়নপূর্বক শ্রীরাধাকে সবিনয়ে বলিতেছেন,—) হে রাধিকে ! তোমার আদেশানুসারে অলিকুল-অস্পৃষ্ট কুসুমসমূহ, বহু অখণ্ড ময়ূরপুচ্ছ এবং উদীয়মান সূর্য হইতেও উজ্জ্বল নবপল্লবসমূহ আনয়ন করিয়াছি। তোমার এই অনুগত জন এখন আর কি করিবে, আদেশ কর।

শব্দার্থ :—সঞ্চয়—সমূহ ; ব্রজ—সমূহ।

গীতগোবিন্দের প্রমাণদ্বয়—

স্মর গরল-খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্। ১০।৮

(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—হে রাধে।) কাম-বিষ-নাশন, আমার মস্তকের ভূষণস্বরূপ তোমার উদার অর্থাৎ বাঞ্ছিতপ্রদ পদপল্লব-যুগল আমার শিরোদেশে স্থাপন কর।

শ্রীজয়দেব-রচিত প্রথম চরণদ্বয়ের পরিপূরকরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'—এই তৃতীয় চরণটি রচনা করিয়াছেন।

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্॥ ১২।৩

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে রাধে !) যেহেতু তুমি অনেক দূরে আগমন করিয়াছ, (সুতরাং) আমি করকমলদ্বয়দ্বারা তোমার চরণযুগলের সেবা করি (তুমি অনুমতি প্রদান কর)। তোমার পদস্থিত নূপুরের ন্যায় তোমার নিত্যাশ্রিত আমাকে শয্যোপরি ক্ষণকাল অঙ্গীকার করিয়া উপকৃত কর।

শ্রীরাধানাম-শ্রীকৃষ্ণনাম-মধুরিমা

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিতা]

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু মুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্।
সর্বক্ষণং সুরভিরাগ-হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্তে ॥

'রাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোহর এবং 'কৃষ্ণ' এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের ন্যায় মধুর। হে আমার ক্ষুধাতুর রসনে! তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি-অনুরাগরূপ হিমদ্বারা সর্বদা রমণীয় করিয়া পান কর।